Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadro 12, 1433 Bangla, August 27, 2026, Thursday, No. 233, 56th year

H I G H L I G H T S

Over 160 people have been killed in flashflood in Nepal – Bangladesh's Prime Minister condoles.
(BBC: 08; R. Today: 24)

Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister has commented that a vested quarter is still trying to rehabilitate fascists in country. (Jago News: 16)

Home Minister has said, police's morale has returned during last six months after government took office.
(Jago News: 18)

Science and Technology Minister has recommended stronger international cooperation to ensure safety of floating nuclear power plants. (Jago News: 23)

State Minister for Foreign Affairs has informed that Bangladesh may consider joining in Mecca Treaty with Saudi Arabia, Turkey and Pakistan. (DW: 13)

Ministry of Housing and Public Works has decided to disconnect water, gas, and electricity connections of buildings if constructed violating approved designs and regulations. (Jago News: 21)

Government is planning to establish a national artificial intelligence (AI) hub at Karwan Bazar in Dhaka, involving Tk192.66 crore. (Jago News: 25)

Bangladesh Coast Guard has seized 5,000 Yaba pills and recovered weapons as well as ammunitions in two separate drives in Teknaf, Cox's Bazar. (Jago News: 17)

President Donald Trump's administration has issued a pause on immigrant visa appointments for applicants across globe. (BBC: 06)

At least 15 newborn children have been killed in a fire that broke out in a government-run hospital in Islamabad, Pakistan. (DW: 14)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ১২, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ২৭, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ২৩৩, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

নেপালে আকস্মিক বন্যায় ১৬০ এর বেশি মানুষের প্রাণহানি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শোক।
(বিবিসি: ০৮; রে. টুডে: ২৪)

মুখোশধারী অনেকে এখনো ফ্যাসিস্ট পুনর্বাসনের চেষ্টায় আছেন বলে মন্তব্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর।
(জাগো নিউজ: ১৬)

সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ছয় মাসে পুলিশের মনোবল ফিরে এসেছে বলে মন্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।
(জাগো নিউজ: ১৮)

ভাসমান পারমাণবি ক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতা প্রয়োজন, মন্তব্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রীর। (জাগো নিউজ: ২৩)

পারস্পরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তি তে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সাথে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ বিবেচনা করে দেখতে পারে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। (ডয়েচে ভেলে: ১৩)

বিধিমালার ব্যত্যয় করে ভবন নির্মাণ করলে প্রয়োজনে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। (জাগো নিউজ: ২১)

রাজধানী ঢাকার কারওয়ান বাজারে ১৯২ কোটি টাকায় স্থাপিত হতে যাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হাব।
(জাগো নিউজ: ১৫)

কক্সবাজারের টেকনাফে পৃথক দুটি অভিযানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের পাশাপাশি পাঁচ হাজার ইয়াবা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। (জাগো নিউজ: ১৭)

যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে অভিবাসী ভিসার আবেদনকারীদের জন্য সাক্ষাৎকারের সময়সূচি স্থগিত করেছে। (বিবিসি: ০৬)

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে একটি সরকারি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৫ শিশুর মৃত্যু। (ডয়েচে ভেলে: ১৪)

বিবিসি

তারেক রহমানের প্রস্তাবিত ভারত সফর নিয়ে দিল্লি কী ভাবছে?

চলতি আগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের পরিকল্পনা অন্তত দুইবার একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে বাতিল হয়েছে। সফরের দিনক্ষণও প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, তার পরেও তার আসা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ছয়মাসে আগেই- গত ফেব্রুয়ারিতে তার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে সেই চিঠি মি. রহমানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা নিজেই। এরপর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লিতে যে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তার আউটরিচ সেশনেও বিমস্টেক জোটের চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে গত মাসেই। ফলে দুইদুটি আমন্ত্রণ হাতের কাছে মজুত এবং গত দিন দশেকের ভেতরে অন্তত দুই দুইবার তার দিল্লি সফরের দিনক্ষণও স্থির হয়ে গিয়েছিল। তবে ঘটনা হল, শেষ পর্যন্ত তারেক রহমান এখনো দিল্লির মাটিতে পা রাখেননি এবং একবার তো রাষ্ট্রপতি ভবনে সফররত বিদেশি অতিথিকে যে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা দেওয়ার রীতি আছে, তার মহড়া পর্যন্ত বাতিল করতে হয়েছে প্রায় নজিরবিহীনভাবে। কিন্তু কেন এভাবে শেষ মুহূর্তে বারবার ভেস্তে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর? কী নিয়ে তৈরি হচ্ছে জটিলতা, আর ভারতই বা গোটা বিষয়টিকে কীভাবে দেখছে?

শেখ হাসিনা ফ্যাক্টর

প্রস্তাবিত এই সফর যে এখনো হতে পারেনি, তার প্রধান কারণ- ঘোষিত এবং অঘোষিত দুটোই- ভারতে শেখ হাসিনার উপস্থিতি। বাংলাদেশ এটা আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে, শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণ বা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি পূর্ণ না হলে সফরের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। আর ভারতের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য, প্রত্যর্পণের অনুরোধ অবশ্যই বিবেচনাধীন আছে কিন্তু ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা যা বলছেন বা করছেন, সেটা তার ব্যক্তিগত বা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে করছেন, তার সঙ্গে দিল্লির কোনো সম্পর্ক নেই- দিল্লি তার কথা অনুমোদনও করে না। কিন্তু মুশকিল হলো, মুখে যাই বলা হোক, এখানে ঢাকা বা দিল্লি কেউ কারও কথা বিশ্বাস করছে না। ঢাকার বিশ্বাস, শেখ হাসিনা যেভাবে গত ৫ আগস্ট দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে অনলাইনে যুক্ত হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, তা কখনই ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছাড়া সম্ভব ছিল না। কড়া প্রেস বিবৃতি জারি করে তারা সেটা বুঝিয়েও দিয়েছে। আর ভারতের বিশ্বাস, মুখে প্রত্যর্পণের কথা বললেও বাংলাদেশ সরকার আসলে মোটেই চায় না শেখ হাসিনাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক- কারণ তাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়বে, বিএনপি সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি সামলানো আরো কঠিন হবে। মানে, ভারত মনে করছে প্রত্যর্পণের দাবিটা একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে শেখ হাসিনা ফ্যাক্টর সফরের জন্য অবশ্যই প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে- কিন্তু দুই দেশ ঠিক যে ভাষায় কথাটা বলছে, আসল কারণটা ঠিক সেরকম নয়।

তাহলে এখন সমাধানের উপায়?

ভারতের বক্তব্য হলো, শেখ হাসিনাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রিজমের বাইরে রেখেই ঢাকা ও দিল্লি তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিতে পারে। ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীও দিনকয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে তার সৌজন্য সাক্ষাতে ঠিক এই বার্তাই দিয়েছেন। তবে বাংলাদেশ বলছে, যে শেখ হাসিনার শাসনামলকে বাংলাদেশের একটা বিরাট অংশ মূর্তিমান স্বৈরাচার হিসেবে দেখে, তিনি যে দেশের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে আছেন, সেখানে তারেক রহমানের সফর করতে যাওয়াটা দেশের বহু মানুষ ভালোভাবে নেবেন না। ফলে ভারতকে এটা অন্তত দেখাতে হবে যে, তারা শেখ হাসিনার রাশ টেনে ধরছে। ভারতের কর্মকর্তারা বিবিসিকে আভাস দিয়েছেন, বাংলাদেশ যাতে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য জেদ ধরে না থাকে বরং তিনি যে ডিসেম্বরে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন, সেটার পথ প্রশস্ত করার জন্যই চেষ্টা করে- তারা ঢাকাকে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছেন। সাউথ ব্লকের একজন কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে এমনও বলেছেন, "ওনার বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া এবং বিচার প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মূল কথা। তো উনি যখন নিজে থেকেই ফিরতে চাইছেন, আমাদের জোর করে ফেরত পাঠানোর চেয়ে তো সেটা অনেক ভাল, তাই না?" সুতরাং সেই প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও সমঝোতা হলে তারেক রহমানের সফরে বাধাটাও কেটে যাবে, এটাই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশ্বাস।

তারেক রহমান কি সেপ্টেম্বরে আসছেন?

একটা জিনিস কিন্তু দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, যতই বাধাবিপত্তি থাকুক- ভারত প্রবলভাবেই চায় তারেক রহমান যত দ্রুত সম্ভব দিল্লিতে আসুন, সর্বোচ্চ স্তরে সরাসরি কথাবার্তা শুরু হোক। কারণ দুই বছরের ওপর হলো বাংলাদেশে ভারতের বহু প্রকল্পের কাজ থমকে আছে, গঙ্গা চুক্তি নবায়নের আলোচনা কার্যত বন্ধ, বহু বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধ এখনো বহাল এবং তারেক রহমান কিছুদিন আগে চীন সফরও সেরে এসেছেন। ভারতের ধারণা, বিভিন্ন জরুরি কারণে বাংলাদেশও চায়, তারেক রহমানের দিল্লি সফর বাস্তবায়িত হোক কিন্তু 'ডোমেস্টিক অডিয়েন্স' বা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিজনিত বাধা বিপত্তিতেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এখন দিল্লি মনে করছে, দ্বিপাক্ষিক সফর এই মুহূর্তে যদি সম্ভব না-ও হয় বিমস্টেক চেয়ারপার্সন হিসেবে ব্রিকসের বহুপাক্ষিক ফোরাম তারেক রহমানের ভারতে আসার একটা সুযোগ করে দিতেই পারে। মাল্টিল্যাটারাল ফোরামগুলোর আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ভারত-পাকিস্তানকেও বহু ক্ষেত্রে একই

টেবিলে বসতে বাধ্য করে, কখনও কখনও সাইডলাইনে আলাদা আলোচনারও সুযোগ করে দেয়। আর তারেক রহমান ব্রিকসের জন্য দিল্লিতে এলে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার আলাদা বৈঠক হবে- এটা তো একরকম অবধারিত। ফলে দিল্লির ধারণা, তিনি হয়ত এই সুযোগটা শেষ পর্যন্ত নেবেন। দিল্লিতে কর্মকর্তারা যে কারণে বলছেন- শেখ হাসিনা ইস্যুতে আমরা অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছি, সমাধানের ফর্মুলাও দিয়েছি- এখন দিল্লিতে তারেক রহমান আসবেন কি না সেই বল কিন্তু তাদের কোর্টেই! (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

মক্কা চুক্তি কী ও বাংলাদেশ কেন এতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছে?

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করতে সম্প্রতি সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, স্বাক্ষরকারী তিন দেশের যে-কোনো একটির ওপর হামলা হলে সেটিকে তিন দেশের ওপরই হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। প্রায় এক বছর ধরে আলোচনার পর গত ৭ আগস্ট চুক্তিতে সই করেছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। মুসলমানদের পবিত্র শহর মক্কায় এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় এর কৌশলগত গুরুত্বের পাশাপাশি এর তাৎপর্য নিয়েও নানা আলোচনা তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, হঠাৎ-ই এই তিনটি দেশ এই ধরনের চুক্তিতে একমত হয়নি। ২০২৩ সালে গাজা-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষিতেই এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব ও পাকিস্তান পারস্পারিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সাক্ষর করেছিল। তারই ধারাবাহিকতাই এই মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি। এই চুক্তি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে নানা আলোচনা চলছে। এমন প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি এই প্রতিরক্ষা জোটে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। তবে, এই মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশ যুক্ত হওয়া নিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের বক্তব্যই পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাহাব এনাম খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, “এই প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশে যুক্ত হলে তা সামরিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকবে।” তবে, এই প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশ যুক্ত হলে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি কি?

গত কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে নানা সংকট চলছে। ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের পর ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ এই পরিস্থিতিতে আরো জটিল করে তোলে। এমন অবস্থায় সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ভাবছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা। কেননা, এই চুক্তিতে বলা হয়েছে জোটভুক্ত কোনো একটি দেশ সামরিক হামলার শিকার হলে তা সকল দেশের ওপর হামলা বলে বিবেচিত হবে। গবেষক ও বিশ্লেষক আলতাফ পারভেজ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙে পড়েছে। আঞ্চলিক শক্তিগুলো সবাই এখন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকার পথ খুঁজছে। তারই ধারাবাহিকতা এই মক্কা প্যাক্ট।” এই জোট গঠনের অন্যতম লক্ষ হলো- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো একটি দেশ আক্রান্ত হলে অন্যদেশ তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ এই চুক্তি বা জোটভুক্ত দেশগুলো একীভূত হয়ে তারা তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে একত্রে কাজে লাগবে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও বলেছে, চুক্তিটি জাতিসংঘ সনদের ৫১ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আত্মরক্ষার অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই চুক্তিতে একইসঙ্গে তিন দেশের সম্মিলিত নিরাপত্তা শক্তিশালী করা এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ অঞ্চল ও তার বাইরের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, কোনো এক দেশ বিপদে পড়লে নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনা, যুদ্ধবিমান বা অস্ত্র মোতায়েনের বাধ্যবাধকতা কিংবা আক্রান্ত হলে কী ধরনের সামরিক প্রতিক্রিয়া দেখাবে সেটি নির্ধারিত হয়নি চুক্তিতে। এক দেশ আক্রমণের শিকার হলে চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্য দেশের এগিয়ে আসার বিষয়টিকে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান নেটোর পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যৌথ প্রতিরক্ষা ধারার সঙ্গে 'কার্যত একই' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছেন, যতক্ষণ না এটি বাস্তবে পরীক্ষিত হচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ- সৌদি আরবের ওপর যে-কোনো আক্রমণের জবাবে পাকিস্তান ও তুরস্কের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে- ততক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তিটিকে একটি বাধ্যতামূলক নেটো-ধাঁচের অঙ্গীকারের পরিবর্তে একটি 'অভিপ্রায়ের ঘোষণা' হিসেবে দেখা উচিত। চলতি বছরের ১৯ মার্চ ইসলামি সম্মেলনের সময় সৌদি আরবের রিয়াদে তুরস্ক-পাকিস্তান ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠক করেন। সেখানে একটি যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি কী রকম হতে পারে, সেটি নিয়েও আলোচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গত সাতই অগাস্ট এই চুক্তিটি সাক্ষর হয়েছে মক্কায়। এই চুক্তি নিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান বলেছেন, “আমাদের লক্ষ্য শুধু এই তিনটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা নয়, বরং আরও বিস্তৃত হওয়া এবং সম্ভব হলে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা, যাতে একদিন এই অঞ্চলের সব দেশ এই ছাতার নিচে একত্রিত হতে পারে।”

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তির কারণ কী?

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান এবং মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে তুরস্ক। হঠাৎ কেন এই তিনটি দেশ এমন একটি চুক্তিকে যুক্ত হলো সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে। ইরান যুদ্ধের প্রভাব এবং অঞ্চলজুড়ে

ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও হামলা নিয়ে নানা উদ্বেগ রয়েছে গত কয়েক মাস ধরে। বিশেষ করে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ঘাঁটি লক্ষ্য করার কথা বলে ইসরায়েল দেশটির প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ এলাকা দখলে নিয়েছে। এদিকে, ইরান-সমর্থিত ইরাকি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সৌদি আরবে ড্রোন হামলার অভিযোগ রয়েছে। একই সময়ে, এসব গোষ্ঠীও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মুখে পড়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সামরিক শক্তির দিক থেকে তুরস্ক অনেকটা এগিয়ে রয়েছে, শীর্ষ তেল রফতানিকারক দেশ সৌদি আরব এবং পাকিস্তান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। সেদিক থেকে তিন দেশ একে অপরের পরিপূরক। অধ্যাপক সাহাব এনাম খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই মুহূর্তে আমরা যদি দেখি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের শত্রুদের মধ্যে রয়েছে ইরান কিংবা হুথির মতো বিদ্রোহীরা। কারণ এই জটিলতা শেষ না হলে হুথি জটিলতা শেষ হবে না। সুতরাং সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের প্যাক্টটা খুব জরুরি ছিল।" অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্কের সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে ধরা হয় ইসরায়েলকে। সেই দিক থেকে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের দেশ দুটিকে একসাথে পেলে সেটি তুরস্কের জন্যও লাভবান বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। গবেষক আলতাফ পারভেজ বলছিলেন, "সৌদি আরবের অর্থ, পাকিস্তানের সামরিক কৌশল ও অভিজ্ঞতা আর তুরস্কের সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের দক্ষতা। এই দেশগুলো ভেবেছে তারা তিনটি দেশ যদি একত্রিত হয়, সেটি তাদের নিরাপত্তার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।" অন্যদিকে, ধর্মীয় দিক থেকেও এই চুক্তির বিশেষ একটি তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, এই চুক্তিকে মুসলিম দেশগুলোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরতে বার হিসেবে শুক্রবার এবং স্থান হিসেবে মক্কাকে বাছাই করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কেন যুক্ত হতে চায়?

আগস্টের শুরুতে তিন দেশের মধ্যে এই চুক্তি সই হলেও গত এক সপ্তাহ ধরে এই চুক্তিকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়টিও সামনে আসছে। বাংলাদেশের কোনো কোনো গণমাধ্যমে গত সপ্তাহে এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এটির জবাব দেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। সেখানে এই জোটে বা চুক্তি যেতে বাংলাদেশের আগ্রহের কথাও জানান তিনি। সেখানে মি. কবির বলেছেন, "মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আমরা আগ্রহ প্রকাশ করেছি। মক্কার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক আবেগের। মিডল ইস্টে যদি এমনও হয় যে, ইসলামিক নেশনসদের মধ্যে একটা সিকিউরিটি প্যাক্ট হয়, তাহলে ওখানে তো আর অস্বাভাবিক না যাওয়া। দেখা যাক কী হয়। আমরা বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছি।" আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক সাহাব এনাম খান মনে করেন, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব একটা নেই। সেদিক থেকে সৌদি আরবের অর্থনৈতিক শক্তি আর তুরস্ক-পাকিস্তানের সামরিক শক্তি ও কৌশল আছে। সেদিক থেকে ওই তিন দেশ সাথে একসাথে থাকলে তাতে বাংলাদেশই উপকৃত হবে। অধ্যাপক খান বলছিলেন, "আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে রোহিঙ্গা সংকট। যেহেতু বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান চাচ্ছে। সেদিক বিবেচনায় পাকিস্তান-তুরস্ক ও চীন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করছে বাংলাদেশ।" যদিও ইতিবাচক দিকও যেমন আছে, সেই সঙ্গে এর ঝুঁকির বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বিশ্লেষকরা। আলতাফ পারভেজ মনে করেন, বাংলাদেশ এই জোটে যখনই যুক্ত হবে, তখন প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে। যেটি একদিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকির কারণ হিসেবেও দেখছেন তিনি। মি. পারভেজ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "এটার তাৎক্ষণিক একটি প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। কারণ তখন ভারত ভাবতে পারে সে অনিরাপদ। তখনই সে ইসরায়েলে শরণাপন্ন হতে পারে। এই ইস্যুতে তখন ভারতকে সহযোগিতায় আগ্রহী হতে পারে ইসরায়েল। দক্ষিণ এশিয়ায় তৈরি হতে পারে সামরিক উত্তেজনা।" "এ উত্তেজনায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রক্সি ওয়ার এবং প্রক্সি ফোর্সের সংখ্যা বাড়তে পারে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ বাড়তি ঝুঁকিতে থাকবে। সেক্ষেত্রে চুক্তিতে ঝুঁকলেও এক ধরনের ঝুঁকি, না ঝুঁকলেও থাকবে আরেক ধরনের ঝুঁকি।" মিসরও অনানুষ্ঠানিক এই জোটে যোগ দিতে পারে বলে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, মিসর সতর্ক অবস্থান নিয়েছে, কারণ এতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সেই দেশগুলোর মধ্যে ইরান, ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, গ্রিস, সাইপ্রাস ও ভারতও রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিদেশি কর্মী নিয়োগ কীভাবে হবে, যা জানাল মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বিদেশি কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি নির্দেশনা জারি করেছে দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়। এই নির্দেশনা বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিবে এমন মালয়েশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেনে চলতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এর আগে, দেশটির সংশ্লিষ্ট সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য বাংলাদেশের ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সি ও বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ৪০টির বেশি মেডিকেল সেন্টারের তালিকা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এসব এজেন্সির নাম প্রকাশের পর জনশক্তি রফতানি সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি এটিকে 'সিন্ডিকেট' উল্লেখ করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। জনশক্তি রফতানিকারকদের প্রতিষ্ঠান বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, যে-সব এজেন্সির নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে এগুলোর ২/৩টি ছাড়া বাকি সবই মূলত ডামি এজেন্সি, যেগুলোর পেছনে প্রভাবশালীরা সক্রিয় আছে। এমন প্রেক্ষাপটে সরকার এ বিষয়ে জানতে চেয়ে মালয়েশিয়া সরকারকে চিঠি দিয়েছে বলে বাংলাদেশের প্রবাসী

কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে। প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, শ্রমবাজার নিয়ে দুই দেশের সরকার কাজ করছে এবং এখানে যা হবে, স্বচ্ছতার সাথেই হবে। "আশা করছি, দ্রুতই শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে সে দেশের সরকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আমরা পেয়ে যাবে। কোনো গোপনীয়তা বা সিন্ডিকেট থাকবে না, নিয়ম মেনে সবাই কাজের সুযোগ পাবে," বলছিলেন তিনি। এর আগে, জুলাইয়ের শেষ দিকে মালয়েশিয়ায় গিয়ে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছিলেন, আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের যাওয়া শুরু হবে। পরে চলতি মাসের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়েও একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক কবে শ্রমবাজার উন্মুক্ত হওয়ার ঘোষণা মালয়েশিয়া দেবে- তা মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশন জানতে পারেনি।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যা বলেছে মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২০২১ সালে, যার মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে। যদিও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানো নিয়ে নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও সিন্ডিকেটের তৎপরতা অভিযোগের জের ধরে ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই সমঝোতা স্মারক কার্যকর থাকায় সেটি অনুসরণ করেই বাংলাদেশকে কর্মী পাঠাতে হবে। "তবে ডিসেম্বরের পর নতুন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে সরকার," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। জনশক্তি রফতানিকারকরা বলছেন, আগে যারা সিন্ডিকেট করেছে এবং যাদের দুর্নীতির কারণে মালয়েশিয়া শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে তারাসহ একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী শুরু থেকেই মালয়েশিয়া শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলছেন, "যাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাদের আমরা নিজেরাই তো চিনি না। মালয়েশিয়া সরকার তাদের কীভাবে চিনল। আসলে আগের সিন্ডিকেটের একটি অংশের সাথে নতুন কিছু প্রভাবশালীরা এগুলোর পেছনে আছে এবং এক্ষেত্রে বড়ো দুর্নীতিও কাজ করেছে।" যদিও বিবিসির সাথে আলাপকালে সিন্ডিকেট বা এ ধরনের কোন কিছুর তৎপরতার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। এজেন্সি ও মেডিকেল সেন্টার নিয়ে নানা প্রশ্নের মধ্যেই রবিবার মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় বিদেশি কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া ও নিয়ম-কানুন নির্দেশনা জারি করাকে দ্রুতই 'শ্রমবাজার খোলার' ইঙ্গিত বলে মনে করছে বাংলাদেশ সরকার। ওই নির্দেশনা জারি করে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, বিদেশি কর্মী নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, সুশৃঙ্খল ও নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। মালয়েশিয়া সরকারে এই নির্দেশনা অনুযায়ী, একজন বিদেশি কর্মী নিয়োগ কিংবা মালয়েশিয়ায় গিয়ে কাজে যোগদান পর্যন্ত আটটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে। এর প্রথম ধাপে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে বা নিয়োগকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কর্মী চেয়ে আবেদন করতে হবে বা অনুমোদন নিতে হবে। একই সাথে নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে সংশ্লিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। এর পরে ধাপে আগ্রহী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়ান-স্টপ সেন্টারে বিদেশি কর্মীর কোটা চেয়ে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং কোটা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত জানানো হবে। তৃতীয় ধাপে লেভি বা নিয়োগসংক্রান্ত সরকারি ফি পরিশোধ করতে হবে, যা মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ এবং মাইআইএমএমএস ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এরপর নিয়োগদাতা শর্তসাপেক্ষ অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করবেন। এ প্রক্রিয়াটিও মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর ওয়ান-স্টপ সেন্টার এবং সরকার নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এটি হয়ে যাওয়ার পর বিদেশি কর্মীর নিজ দেশের মালয়েশিয়ান দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। এগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর ষষ্ঠ ধাপে কর্মী উৎস দেশ থেকে নিয়োগ ও মালয়েশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং এটি করতে হবে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি (আরএ) বা নিয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে।

সপ্তম ধাপে বিদেশি কর্মীর জন্য ভিসা উইথ রেফারেন্স (ভিডিআর) সংগ্রহ করতে হবে এবং শেষ বা অষ্টম ধাপে বিদেশি কর্মীর মালয়েশিয়ায় প্রবেশ সম্পন্ন হবে। এই ধাপ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে নিয়োগের নির্ধারিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ওই নির্দেশনায় মালয়েশিয়া সরকার বিদেশি কর্মী নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও অনুমোদিত রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি-এর তালিকা জানতে নিয়োগদাতাদের মালয়েশিয়া সরকারের বিদেশি কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্ল্যাটফর্ম ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এফডব্লিউসিএমএস পোর্টাল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির তালিকায় চতুর্থ দেশ হিসেবে রয়েছে মালয়েশিয়া। কিন্তু এরপরও এ দেশের শ্রমবাজার নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময় দফায় দফায় বন্ধ ছিল সেখানকার বাংলাদেশের শ্রমবাজার। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুন থেকে সেদেশে আবারো বন্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশসহ সব দেশের শ্রমবাজার। সম্প্রতি বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশের রিক্রুটিং এজেন্সি ও মেডিকেল সেন্টারের তালিকা প্রকাশ করে মালয়েশিয়া সরকার আবারও বন্ধ করে রাখা শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিশ্বজুড়ে অভিবাসী ভিসা আবেদনের সাক্ষাৎকার স্থগিত করলো যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন বিশ্বজুড়ে অভিবাসী ভিসার আবেদনকারীদের জন্য সাক্ষাৎকারের সময়সূচিতে বিরতি জারি করেছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে। দেশটির চলমান অভিবাসনবিরোধী অভিযানের মধ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র মঙ্গলবার বলেন, বিশ্বের সব মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ভিসা সেবার সাক্ষাৎকারের সময়সূচি সমন্বয় করা হবে। ট্রাম্প ব্যাপক বহিষ্কার অভিযান এবং অভিবাসনবিরোধী কঠোর নীতি অনুসরণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল করা এবং রাজনৈতিক মতামত ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইয়েরায়েলের গাজা অভিযানের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভের মতো বিভিন্ন কারণে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা। তার দাবি, এই অভিযান দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। তবে এই অভিযান কিছু আইনি বাধার মুখেও পড়েছে। শুক্রবার একজন মার্কিন বিচারক বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের আবেদনকারীদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করার ট্রাম্প প্রশাসনের একটি নীতি বাতিল করে দেন। বিচারকের মতে, এই নীতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও'র আইনগত কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের ওই সিদ্ধান্তের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ; ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও উরুগুয়েসহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলো; বসনিয়া ও আলবেনিয়ার মতো বলকান অঞ্চলের দেশগুলো; এবং আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের বহু দেশের ভিসা আবেদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বা তার সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তবে তারা বলেছে, এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো এমন আবেদনকারীদের শনাক্ত করতে কনস্যুলার কর্মকর্তাদের সহায়তা করা, যাদের যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভিসা আবেদনকারীদের "সামগ্রিক ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে" মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। ভিসা সাক্ষাৎকারের সময়সূচিতে এই বিরতির খবর প্রথম ফিন্যানসিয়াল টাইমস প্রকাশ করে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে সাক্ষাৎকার নির্ধারিত থাকা অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীরা ইমেইল পেয়েছেন, যেখানে জানানো হয়েছে যে, তাদের সাক্ষাৎকার পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং নতুন তারিখ পরে জানানো হবে। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু থেকেই অভিবাসন নীতিতে বেশ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে আসছেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দুইজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার ঘটনার পর ট্রাম্প প্রশাসন সব ধরনের আশ্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করে। ওই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে "তৃতীয় বিশ্বের দেশ" থেকে অভিবাসন "স্থায়ীভাবে স্থগিত" করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান উপ-মুখপাত্র টমি পিগট তখন বলেছিলেন, "স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন সম্ভাব্য অভিবাসীদের অযোগ্য ঘোষণা করবে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং মার্কিন জনগণের উদারতার অপব্যবহার করবে।" ট্রাম্প প্রশাসনের ওই সিদ্ধান্ত গত ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী এই অভিযান মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। তাদের মতে, এটি বৈষম্যমূলক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকারের পরিপন্থি। অধিকারকর্মী সংগঠনগুলোর আরও দাবি, এই অভিযান যুক্তরাষ্ট্রে একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেছে, বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য, যাদের মধ্যে অনেকেই জাতিগত প্রোফাইলিং নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনি প্রচারণায় ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করার অঙ্গীকার করলেও, তার প্রশাসন বৈধ অভিবাসনও আরও কঠিন করে তুলেছে। উদাহরণ হিসেবে, নির্দিষ্ট কিছু কর্মভিত্তিক ভিসার আবেদনকারীদের জন্য নতুন ও ব্যয়বহুল ফি আরোপ করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাকিস্তানে হাসপাতালে ১৪ নবজাতকের মৃত্যু নিয়ে যা জানা যাচ্ছে

"আমার বাচ্চা আমাকে দিন, না হলে আমি এখান থেকে উঠব না। আমি এখানেই থাকব। কোথাও যাব না, আমার সন্তানকে আমাকে দিন।" পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অবস্থিত সরকারি হাসপাতাল পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (পিআইএমএস)-এ অগ্নিকাণ্ডে ১৪ নবজাতকের মৃত্যুর পর শোকাবহ হয়ে উঠেছে পরিবেশ। হাসপাতালটির মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভবনের বাইরে মৃত শিশুদের বাবা-মা ও স্বজনদের বিপুল উপস্থিতি দেখা গেছে। এই কেন্দ্রের বাইরেও অনেক মা রয়েছেন, যারা এই মর্মান্তিক ঘটনায় তাদের নবজাতক সন্তান হারিয়েছেন এবং শোকাহত অবস্থায় আছেন। এমনই একজন মা, যিনি মাত্র দু-দিন আগে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাইরে মাটিতে বসে আছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, তার সন্তানকে তার কাছে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এখান থেকে যাবেন না। একইভাবে, এক বাবা অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে শুধু একটি কথাই বলছিলেন, "আমার সন্তানের মরদেহটা শুধু আমাকে দিন।" সেখানে উপস্থিত অনেক বাবা-মা ও স্বজনকে হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা ও কর্মীদের আচরণ নিয়ে অভিযোগ করতে দেখা গেছে।

এছাড়া কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিভাবক দাবি করেছেন, ঘটনার সময় প্রসূতি ওয়ার্ডে কোনো কর্মী উপস্থিত ছিলেন না এবং এর প্রবেশদ্বারটিও বন্ধ ছিল। তবে হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক রানা ইমরান সিকান্দার বিবিসির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাৎক্ষণিকভাবে ফেডারেল স্বাস্থ্যসচিব আসলাম গৌরীকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করেছেন এবং ঘটনাটির তদন্তে একটি উচ্চপর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। নিহত শিশুদের একজনের বাবা রয়টার্সকে বলেন, তিনি গত আটদিন ধরে ওই ওয়ার্ডে আসা-যাওয়া করছিলেন এবং সেখানে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। "এই ভবনে কোনো অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না, যথাযথ জরুরি নির্গমন পথও ছিল না। সব দরজাই বন্ধ ছিল। শুধু একটি দরজা দিয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের দেখতে যেতে পারতাম। বাকি দরজাগুলো তালাবদ্ধ রাখা হতো, কারণ তারা আশঙ্কা করত আমরা বারবার সন্তানদের দেখতে যাব।" বুধবার বিকেলেও পিআইএমএস হাসপাতালের প্রবেশপথ ও ভেতরে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্যকে টহল দিতে দেখা যায়। অগ্নিনির্বাপণ বাহিনীর গাড়িগুলো হাসপাতালের আশপাশে অবস্থান করছিল। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভাঙা কাচ ও মাস্ক ফুটপাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বিবিসি প্রসূতি ওয়ার্ডের বাইরে এমন সব পরিবারের সদস্যদের দেখেছে, যারা তাদের নবজাতক সন্তান হারিয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। একজন ব্যক্তি আমাদের বলেন, তিনদিন আগে জন্ম নেওয়া তার সন্তানও এই ঘটনায় মারা গেছে। আগুন লাগার সময় হাফসা ওয়ালিদ তার ননদের সঙ্গে পাশের একটি ওয়ার্ডে ছিলেন, যেখানে সম্প্রতি সিজারিয়ান করানো নারীদের রাখা হয়। তার ননদ দুই দিন আগে সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, সকাল প্রায় ছয়টার দিকে তিনি কারও চিৎকার শুনতে পান এবং প্রথমে ভেবেছিলেন হাসপাতালে কেউ মারা গেছেন। কিন্তু অল্প পরেই তিনি প্রসূতি ওয়ার্ডের ভেতরে ধোঁয়া দেখতে পান। পরিস্থিতি দেখে তিনি নবজাতক কন্যাকে কোলে নিয়ে ওয়ার্ড থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসেন। পিআইএমএস হাসপাতাল প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, সেই ওয়ার্ডে ১৫ জন নবজাতক ভর্তি ছিল, যার মধ্যে মাত্র একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

'ভেতরে প্রচুর ধোঁয়া ছিল, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না'

হাসপাতালে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী আলমজেব খান বিবিসি উর্দুকে বলেন, তিনি হাসপাতালের ওই ওয়ার্ডের বাইরে লনের একটি প্রবেশপথে ঘুমিয়ে ছিলেন। "হইচই শুরু হলে আমি উঠে ভেতরে (প্রসূতি ওয়ার্ড) যাই। সেখানে প্রচুর ধোঁয়া ছিল এবং কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বিশৃঙ্খলার মধ্যে সবাই নিজেদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। নারীরা বেরিয়ে আসার জন্য একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। আমি আমার পরিবারের নারীদের বের করে এনে বাইরে বসাই এবং আবার ভেতরে যাই। চারদিকে শুধু ধোঁয়াই ছিল। আমি পুড়ে যাওয়া দুটি শিশুকে দেখেছি, যাদের কোলে করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের বাবারা।" আলমজেবের মতে, ঘটনাটি সকাল ছয়টা বা সাড়ে ছয়টার দিকে ঘটে। তার ভাষ্য অনুযায়ী, মা ও শিশু কেন্দ্র ভবনের বাইরের লনে শিশুদের স্বজন ও মায়েদের বিপুল উপস্থিতি ছিল। তিনি বলেন, ঘটনার পরপরই হাসপাতাল প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে পৌঁছেছিলেন, তবে পুলিশ পৌঁছায় আধা ঘণ্টা পরে। আর অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছায়।

অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে

পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (পিআইএমএস) দেশটির বৃহত্তম সরকারি হাসপাতালগুলোর একটি। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি ইসলামাবাদ এবং পাঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের আশপাশের শহরগুলোর রোগীদের সেবা দিয়ে থাকে। দুই ডজনেরও বেশি চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ইউনিট নিয়ে হাসপাতালটিতে ১,২০০ শয্যা এবং ৫,০০০ বহির্বিভাগীয় রোগী সামলানোর সক্ষমতা রয়েছে। এখানে একটি নিবেদিত শিশু হাসপাতালও রয়েছে, যেখানে বিশেষায়িত শিশুচিকিৎসা সেবা এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হাসপাতালটির ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এর মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য ইউনিটে ১৫৬টি শয্যা রয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাসপাতালের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এমসিএইচ ওয়ার্ডে আগুন লাগে। পিআইএমএস হাসপাতালের একজন মুখপাত্রের মতে, প্রসূতি ওয়ার্ডের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং সেখানে থাকা অক্সিজেন সংযোগের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুস্তাফা কামাল স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জিও নিউজকে বলেছেন, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ওয়ার্ডে থাকা শিশুরা হয় ইনকিউবেটরে ছিল, নয়তো অক্সিজেন সরঞ্জামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। দ্য ডন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসপাতালের একজন মুখপাত্র বলেছেন, যে নবজাতকটি বেঁচে গেছে তাকে একজন চিকিৎসক উদ্ধার করেছিলেন। হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ইমরান সিকান্দার পরিবারবারগুলোর অভিযোগের জবাবে বিবিসিকে বলেন, প্রসূতি ওয়ার্ডের দরজা তালাবদ্ধ ছিল না এবং সেখানে কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। তার মতে, অতীতে সরকারি হাসপাতালে শিশু চুরির ঘটনা ঘটেছে। সে কারণে ওয়ার্ড থেকে শিশু চুরি প্রতিরোধে কঠোর প্রবেশবিধি চালু করা হয়েছিল। ইমরান সিকান্দার স্পষ্ট করেন যে, হাসপাতালের ভেতরে আগুন নেভানোর জন্য পানির সরবরাহ ছিল না, তবে সেখানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা ছিল। তার মতে, আজ সকালে আগুন নেভানোর প্রচেষ্টায় ২৪টি অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামাবাদ জেলা প্রশাসন বলছে, পিআইএসএস হাসপাতালের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ওয়ার্ডের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে, যাতে মোট ১৪টি শিশু সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপাল-তিব্বত সীমান্তে আকস্মিক বন্যায় ২৯১ জন বিদেশিসহ শত শত পর্যটক নিখোঁজ

নেপালে একটি ভূমিকম্পের পর তুষারধস ও আকস্মিক বন্যায় অন্তত ৩৮৪ জন পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি পর্যটক রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ শেয়ার করা একটি হালনাগাদ তথ্যে নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড জানিয়েছে, তারা মোট ৩৮৪ জন পর্যটককে নিখোঁজ হিসেবে শনাক্ত করেছে। এদের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি নাগরিক এবং ৯৩ জন নেপালি নাগরিক। নিখোঁজদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের ১২ জন নাগরিক রয়েছেন। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত অন্তত ১৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সংস্থাটি জানায়, ওই অঞ্চলে থাকা ভ্রমণকারীদের "অবস্থান ও নিরাপত্তার অবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ চালানো হচ্ছে।" বুধবার ভোরের দিকে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর উত্তরে অবস্থিত রসুয়া জেলায় এ বন্যা আঘাত হানে। স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটে এলাকাটিতে ভূমিকম্প আঘাত হানে বলে প্রাথমিক তথ্যের বরাতে পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খানাল। তিনি জানান, ভূমিকম্পের পর তুষারধস শুরু হয় এবং এর ফলে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। তবে তথ্যগুলো এখনো যাচাই করে দেখা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খানাল বলেন, নেপালের পাশাপাশি চীনও "ব্যাপক ক্ষতির" মুখে পড়েছে। তিনি জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে নেপাল চীনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত ২৬ জন পুলিশ সদস্য, নয়জন সশস্ত্র পুলিশ সদস্য এবং ৪৪ জন সেনা সদস্য নিখোঁজ রয়েছেন। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের কয়েকজন কর্মকর্তাও নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানান তিনি। এ ছাড়া সড়ক, সেতু, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জলবিদ্যুৎ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রসুয়া ও নুওয়াকোট জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজ বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন- ১২ জন ব্রিটিশ নাগরিক, ১০৫ জন ভারতীয়, ৩৭ জন অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই), ১৭ জন মালয়েশীয়, ৪ জন দক্ষিণ আফ্রিকান, ৩ জন আমেরিকান, ১ জন অস্ট্রেলীয়, ১ জন ডাচ। এ ছাড়া আরও ১১১ জন নিখোঁজের জাতীয়তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অন্যদিকে দুই দেশের সীমান্তবর্তী একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে ভূমিধসের ঘটনায় "ব্যাপক হতাহতের" খবর দিয়েছে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিখোঁজদের উদ্ধারে "সর্বাত্মক" তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে মাধ্যমিক দুর্যোগ এড়াতে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং আগাম সতর্ক বার্তা চালুর তাগিদ দিয়েছেন তিনি। চীনা সরকারের পক্ষ থেকেও উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চালানোর জন্য উদ্ধারকারী দলকে তিব্বতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপাল-তিব্বত সীমান্তে আকস্মিক বন্যায় পাঁচ শতাধিক বিদেশি পর্যটক নিখোঁজ

নেপালে একটি ভূমিকম্পের পর তুষারধস ও আকস্মিক বন্যায় শত শত মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন, যাদের মধ্যে পাঁচ শতাধিক জন বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। নেপালি পুলিশের নিশ্চিত করা সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজ পর্যটকের সংখ্যা এখন ৫৭৯-এ দাঁড়িয়েছে। নিখোঁজ পর্যটকদের মধ্যে ৪৬৬ জন ২৮টি ভিন্ন দেশের বিদেশি নাগরিক। তারা বলছে, নিখোঁজ পর্যটকদের মধ্যে ১১৩ জন নেপালি, ৫৪ জন মার্কিন নাগরিক এবং নিখোঁজ ব্রিটিশ নাগরিকের সংখ্যা ৩৩ জন। নেপাল পর্যটন বোর্ডের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজদের মধ্যে ভারতের ১৩৩ জন রয়েছেন। ট্যুর অপারেটরদের তথ্য উদ্ধৃত করে পর্যটন বোর্ড বলছে, অধিকাংশ যাত্রী ভারত ও নেপালের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত মানসারোভরের পথে ছিলেন। এদিকে, নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বুধবার সন্ধ্যার পর জানায় যে, এখন পর্যন্ত ৯৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম চলছে বলে নেপাল পুলিশ জানিয়েছে। বুধবার ভোরের দিকে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর উত্তরে অবস্থিত রসুয়া জেলায় এ বন্যা আঘাত হানে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

প্রতিরক্ষা চুক্তি বাংলাদেশের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিকে ঘিরে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ এখন দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বি ষয়। বাংলাদেশ যদি শেষ পর্যন্ত এই কাঠামোয় যোগ দেয়, তাহলে এর প্রভাব শুধু প্রতিরক্ষা খাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। অর্থনীতি , জ্বালানি, নিরাপত্তা, শ্রমবাজার বিনিয়োগ সামরিক প্রযুক্তি এবং কূটনৈতিক প্রভাব সব ক্ষেত্রেই নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে এসব সম্ভাব্য লাভ নি ভর্র করবে চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের দায়িত্ব সুবিধা ও সামরিক বাধ্যবাধকতা কীভাবে নির্ধারিত হয় , তার উপর। প্রথমত, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে সরাসরি সম্ভাব্য সুবিধা। সৌদি আরব , পাকিস্তান ও তুরস্ক তিন দেশের সামরিক সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা আলাদা ধরনে র। পাকিস্তানে রয়েছে দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন সক্ষমতা। তুরস্ক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ড্রোন, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ, সাজোয়াযান, ক্ষেপণাস্ত্র ও বিভিন্ন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে। সৌদি আরব বিপুল প্রতিরক্ষা বাজেটের মাধ্য মে উন্নত পশ্চিমা সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে। বাংলাদেশ এই তিন দেশের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সহযো গিতা বাড়াতে পারলে সামরিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও প্রতিরক্ষা শিল্পে নতুন সুযোগ তৈ রি করতে পারে। বিশেষ করে ড্রোন ও আধুনিক নজরদারী প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য গু রুত্বপূর্ণ হতে পারে। সীমান্ত নিরাপত্তা , সমুদ্রসীমা পর্যবেক্ষণ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সুরক্ষায় আনম্যান সিস্টেমের ব্যবহার বাড়ছে। তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্পের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে পারলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে উন্নত ড্রোন প্রযুক্তি , সেন্সর, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম এবং প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিক্সের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারে। দ্বিতীয়ত , প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ উৎপাদন বাংলাদেশের জন্য বড়ো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে । মক্কা কাঠামো সদস্যদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সামরিক যান, ড্রোন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গোলাবারুদ বা অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হলে দেশে প্রযুক্তি ও দক্ষতায় স্থানান্তর হতে পারে। এতে শুধু সামরিক সক্ষমতা নয় স্থানীয় শিল্প ও কর্মসংস্থানও বাড়তে পারে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামরিক প্রশিক্ষণ ও আন্তঃ কার্যক্ষমতা। যৌথ মহড়া , বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং সামরিক শিক্ষা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী নতুন ধরনের যুদ্ধকৌশল ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। একইসঙ্গে জাতিসংঘ শান্তির ক্ষা মিশনে বাংলাদেশের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা মক্কা কাঠামোর সদস্যদের সঙ্গে নিরাপত্তা ও মানবিক কার্যক্রমে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও কাজে লাগতে পারে। অর্থনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর করার মাধ্যমে। সৌদি আরব বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি সেখানে কর্মরত। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা রাজনৈতিক সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করলে শ্রমবাজার দক্ষ জনশক্তি , বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে নতুন আলোচনায় এগিয়ে নে ওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে সৌদি বিনিয়োগ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। জ্বালানি , বন্দর, অবকাঠামো, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পর্যটন ও শিল্প খাতে সৌদি বিনিয়োগ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ যদি মক্কা কাঠামোর মাধ্যমে সৌদি আরবের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও গভীর করতে পারে, তাহলে বড়ো আকারের বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য একটি অতরিক্ত কূটনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি হতে পারে।

জ্বালানি নিরাপত্তাও বড়ো সুবিধার ক্ষেত্র হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি আমদানিকৃত জ্বালানির উপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল। সৌদি আরব বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল উৎপাদক এবং মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সরবরাহ, বিনিয়োগ এবং জ্বালানি অবকাঠামো নিয়ে সহযোগিতার সুযোগ বাড়াতে পারে। অন্যদিকে তুরস্কের সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাংলাদেশের জন্য আলাদা গুরুত্ব বহন করে। তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্পের পাশাপাশি নির্মাণ অবকাঠামো , টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি খাতেও শক্তিশালী সক্ষমতা রয়েছে। বাংলাদেশ যদি নিরাপত্তা সহযোগিতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব বা ড়াতে পারে, তাহলে তুর্কি কোম্পানির বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি হতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনীতিক সম্পর্ক নতুন গতি পেতে পারে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি ঔষধ, কৃষি, টেক্সটাইল, চামড়া, হালকা প্রকৌশল এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে বাণিজ্য বাড়ানো সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিবেচনায় রাখতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য লাভ হতে পারে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। মক্কা চুক্তি যদি ভবিষ্যতে বৃহত্তর মুসলিম নিরাপত্তা কাঠামোয় রূপ নেয় , তাহলে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতীয় মহাসাগর অঞ্চলে এই কাঠামোর ভৌ গোলিক পরিধি বাড়াবে। ফলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বাংলাদেশে র দরকষাকষির ক্ষমতাও কিছু ক্ষেত্রে বাড়তে পারে। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে। কো নো সামরিক জোটে যোগ দেওয়া মানেই শুধু সুবিধা পাওয়া নয় , এর সঙ্গে দায়িত্ব ও ঝুঁকিও থাকে। বিশেষ করে ভারত -পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাস্তবতায় বাংলাদেশের জন্য ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য, সীমান্ত, পানি ও যোগাযোগের সম্পর্ক রয়েছে। একইসঙ্গে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। তাই মক্কা চুক্তিতে যোগ দিলেও বাংলাদেশকে এমন একটি কৌশল নিতে হবে , যাতে কোনো একটি শক্তির সামরিক জোটে অংশগ্রহণ অন্য অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত হতে পারে কৌশলগত অংশীদারিত্ব। কিন্তু পূর্ণ সামরিক নির্ভরতা নয় , এমন একটি নীতি চুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা শিল্প , গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতা এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকতে হবে। সবশেষে বলা যায়, মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগদান সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এর সম্ভবও লাভ তিনটি বড়ো স্তরে দেখা যেতে পারে। প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি , অর্থনৈতিক ও জ্বালানি সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি। এগুলো নির্ভর করবে চুক্তির শর্ত , সদস্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরি ক দায়িত্ব এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক দক্ষতার উপর। বাংলাদেশের জন্য তাই মূল প্রশ্ন শুধু চুক্তিতে যোগ দে ওয়া হবে কিনা তা নয় বরং কী শর্তে যোগ দেওয়া হবে এবং সেই অংশগ্রহণ থেকে সর্বোচ্চ জাতীয় সুবিধা কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে। সঠিকভাবে দরকষাকষি করতে পারলে মক্কা

প্রতিরক্ষা কাঠামো বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি সামরিক জোট নয় বরং প্রতিরক্ষা , শিল্প বিনিয়োগ, জ্বালানি, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি এবং কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির একটি নতুন প্ল্যাটফর্মে পরিণত হতে পারে।
(রেডিও তেহরান: ২৬.০৮.২০২৬ এলিনা/রুবাইয়া)

এনএইচকে

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে চীন

ইরানের সাথে ব্যবসায় জড়িত এমন কোম্পানি ও ব্যক্তিদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তেহরানের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার চীন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন , ওয়াশিংটনের পদক্ষেপের সমালোচনা যেখানে তিনি করেন। আন্তর্জাতিক আইনে এই পদক্ষেপের কোনো ভিত্তি নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, অবৈধ ও একতরফা এই নিষেধাজ্ঞার কঠোর বিরোধিতা চীন করছে। তিনি আরও বলেন , ইরানের সঙ্গে বেইজিংয়ের সহযোগিতা আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয় এবং এতে হস্তক্ষে প করা বা বাধা দেওয়া উচিত নয়। সোমবার মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট এই পদক্ষেপ ঘোষণা করার পরপরই চীন তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। মার্কিন অর্থমন্ত্রী বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র "সারা বিশ্বে ইরানের আর্থিক সংযোগের " বিরুদ্ধে একটি "অর্থনৈতিক হামলা" চালাবে। বেসেন্ট সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে , নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী দেশগুলোকে ডলার -ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র -ইরান সংঘাতের একটি কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা এখনও চলছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে , তাদের প্রধান আসিম মুনির ইরান সফর করেছেন। মুখ্য এই মধ্যস্থতাকারী ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন , যাদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান , সংসদীয় স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের ঘালিবাফ এবং সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মোহসেন রেজাই। সেনাবাহিনী বলেছে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়া কী ভাবে সামাল দেওয়া যায় , তা নিয়ে তারা আলোচনা করেছে। হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতি এবং সংঘাতের দ্রুত সমাপ্তি টানা নিয়েও তারা কথা বলে ছে। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি এই সফরে যোগ দেন। তিনি বলেছেন, "উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে" এবং বৈঠকটি যে "ইতিবাচক ইঙ্গিত" প্রদানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে তার উল্লেখ করে, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার আভাস তিনি দিয়েছেন।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

রংপুরে ৪ খুন; মিলছে না কিছু প্রশ্নের উত্তর

রংপুর জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার ঘটনায় পুলিশ তদন্ত প্রায় শেষ করলেও মিলছে না কিছু প্রশ্নের উত্তর। এদিকে, এই ঘটনায় গ্রেফতার দুই আসামির মাদকাসক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হতে ডোপ টেস্টের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে রংপুর শহরের দাসপাড়া মাছুয়াপাড়া এলাকার বাসা থেকে গণপতি চক্রবর্তী জুয়েল (৬৫), তার স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী (৫২), সদ্য স্নাতকোত্তর পাস করা মেয়ে আগামী চক্রবর্তী প্রার্থী (২৫) এবং পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া ছেলে আয়ুস চক্রবর্তী প্রিয়মের (১২) মরদেহ তালা ভেঙে উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের সবাইকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় গণপতির বড়ো ভাই গোপীনাথ চক্রবর্তী কোতয়ালি থানায় একটি মামলা করেছেন। রোববার ভোরে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন- গণপতির প্রতিবেশী মৃত কানুদাসের ছেলে মুগ্ধ দাস (২৩) ও বিনয় চন্দ্র দাসের ছেলে সিদ্ধার্থ দাস (১৯)। এরপর তারা আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। এই দু-জনের বন্ধু সীমান্ত দাসও মঙ্গলবার আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন বলে বাংলাদেশে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন এই মামলার নতুন তদন্ত কর্মকর্তা রংপুর মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক জিন্নাত আলী। তিনি জানান, সীমান্ত আদালতে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা গ্রেফতার দুই আসামি মুগ্ধ ও সিদ্ধার্থের দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। আসামিরা ঘটনার রাতে সীমান্তের বাসায় গিয়ে ইয়াবা সেবন করার যে তথ্য দিয়েছিলেন, সীমান্তও আদালতে একই কথা বলেছেন বলে জানান তিনি। এদিকে, গ্রেফতার দুই আসামির মাদকাসক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হতে ডোপ টেস্টের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। তদন্ত কর্মকর্তা জিন্নাত আলী জানান, গত সোমবার সকালে এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ডোপ টেস্টের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন করা হয়েছে। আজ বুধবার তাঁদের ডোপ টেস্টের জন্য পাঠানো হবে।

পুলিশের তদন্তে আস্থার সংকট

মামলার বাদী গণপতির ভাই গোপীনাথ চক্রবর্তী মঙ্গলবার তার বাড়িতে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেছেন, "বাড়িতে ঢুকে একই পরিবারের চারজনকে মাত্র দু-জনের পক্ষে হত্যা করা সম্ভব নয়। আমার ধারণা, হত্যাকাণ্ডের পেছনে বড়ো কোনো শক্তি ও নেপথ্য কাহিনী রয়েছে। সন্দেহটা ওই জায়গায় যে, দুইটা লোকের পক্ষে এই হত্যাকাণ্ড করা সম্ভব নয়। চারটে মানুষকে দুইটা লোকে মারবে এবং তারা সুস্থভাবে বাড়িতে ঘুমাবে, এটা কখনোই সম্ভব নয়। একটা মানুষ খুন করা চাট্টিখানি কথা নয়। এর পেছনে কোনো বড়ো শক্তি আছে অলক্ষ্যে, আড়ালে। হত্যাকাণ্ডে অন্য কেউ জড়িত আছে।"

তদন্ত নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "লোকজন তো বলছে, বিদ্যুৎ আগে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন কী যে হবে, যেটা হবে সেটা তো মেনে নিতে হবে। আমরা তো তদন্ত করার কেউ না। প্রশাসন একটার পর একটা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তো করার কী আছে ?" হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নির্দিষ্ট কারও বিরুদ্ধে সন্দেহ রয়েছে কি না - এমন প্রশ্নের জবাবে গোপীনাথ বলেন , "না, সেটা আমার নাই। কারণ আমি তো কাউকে চিনি না। আমি তো দূরে থাকি।" গোপীনাথ চক্রবর্তীর মেয়ে কৃষ্ণা তালুকদার ডয়চে ভেলেকে বলেন , "পুলিশ বলছে, ওই দু-জনের কাছ থেকে কিছু গহনা উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের কথা যদি সত্যি হয় , তাহলে ওই দুইজন এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু শুধু দুইজনের পক্ষে চারজনকে হত্যা করা সম্ভব নয়। এর পেছনে অন্য আরও কেউ আছে , এটা আমরা নিশ্চিত। কিন্তু পুলিশ তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে কিনা বুঝতে পারছি না। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চাই। " একইভাবে পুলিশের তদন্তে সন্দেহ প্রকাশ করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি শিমুল সাহা। ঢাকা থেকে তিনি একটি টিম নিয়ে রংপুরে গিয়েছিলেন। ঘুরে এসে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "হত্যাকারী যেই হোক, আমরা ন্যায়বিচার চাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো পুলিশ যা বলছে, সেটা তো কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। এমনকি আমরাও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি নিজে গ্রেফতার হওয়া ছেলে দুইটার বাড়িতে গিয়ে কথা বলেছি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাতে আমাদের মনে হয়েছে, কিছু লুকানো হচ্ছে। তাই আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছি।" হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "পুলিশের তদন্তে শুরু থেকেই আমাদের সন্দেহ আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ দু-জনকে ধরে বলল, এরাই খুনি। আবার তাদের খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দিল। পুলিশের আচরণ ও কাজকর্মে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমরা সরকারের কাছে সঠিক তদন্তের দাবি করছি।"

আতঙ্কে ছিলেন গণপতি

গণপতি চক্রকর্মীর শ্যালিকা পূজা চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "গত বছরের ডিসেম্বরে অবসরে যাওয়ার প্রায় দুই মাস আগ থেকে হঠাৎ করেই ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমানো শুরু করেন জামাই বাবু। তার সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া ছেলে আয়ুস চক্রবর্তীও ঘুমাত।" কেন তিনি এমন করতেন, বিষয়টি কি জানার চেষ্টা করেছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে পূজা বলেন, "ঘটনাটি দিদি আমাকে বলেছেন। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন তিনি এমন করেন। দিদি নিজেই জামাইবাবুর কাছে এটা জানতে চেয়েছিলেন? জবাবে জামাইবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলো? ফলে দিদি বিষয়টি খুব একটা সিরিয়াসলি নেয়নি। কিন্তু জামাইবাবুর মধ্যে কীসের আতঙ্ক ছিল, সেটা দিদিও বুঝতে পারেনি, আমরাও কোনোদিন শুনিনি।" পূজা চক্রবর্তীর স্বামী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "বাড়ি করার সময় কিছু ব্যক্তি হুমকি দিয়েছিল। আমি তার কাছে বারবার সেসব ব্যক্তির নাম শুনতে চাইলেও, তিনি বলেননি। তিনি খুব চাপা স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ফলে কী ঘটেছিল, আমরা তো বুঝতে পারছি না।" রংপুর জিলা স্কুলের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে অবসরে যান। তিনি নগরীর বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়ে এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। এরপর নগরীর মাছুয়াপাড়া এলাকায় জমি কিনে সেখানে বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। দোতলা বাড়ির নিচতলার কাজ এখনও শেষ হয়নি। বছর তিনেক আগে দোতলা প্রস্তুত করে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। অবসরে যাওয়ার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে রোগীও দেখতেন।

বিদ্যুৎ বন্ধ করল কে, অন্য দুটি ফোন কোথায়?

গণপতি চক্রবর্তী, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার ঘটনার রাতে পুরো বাসাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। মরদেহ উদ্ধারের দিন শনিবার রাতে খবর পেয়ে পুলিশ বাসাটিতে গেলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন দেখতে পায়। রাত ১টার দিকে স্থানীয় উজ্জ্বল কুমার বর্মন নামে এক ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে সংযোগটি সচল করা হয়। ইলেকট্রিশিয়ান উজ্জ্বল কুমার বর্মন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "গণপতি চক্রবর্তীর বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে সংযোগ দেওয়া হয়েছে, সেখানে উঠে আমি দেখেছি, সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। লাইনটা পুরোপুরি খোলা ছিল। অর্থাৎ নিউট্রাল ফেজের তার খুলে ফেলা। বাসাবাড়ির লাইন লুজ হলে লাগা থাকে। স্পার্ক করে ঝুলে থাকে। কিন্তু এভাবে খুলে পড়ে থাকতে দেখিনি। কেউ খুলে রেখেছে বলেই আমার মনে হয়েছে।" তবে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা মিলন কুমার চ্যাটার্জি বলেন, এই ধরনের কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। অন্যদিকে পূজা চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, "ওই বাড়িতে চারটি ফোন ছিল। চারজনের সবারই আলাদা আলাদা ফোন ছিল।" কিন্তু পুলিশ উদ্ধার করেছে ডিটারজেন দিয়ে ভেজানো অবস্থায় দুইটি ফোন। অন্য ফোন দুটি কোথায়? সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেননি পুলিশ কর্মকর্তারা।

ধর্ষণের আলামত মেলেনি

ঘটনার পর ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানিয়েছিল, নিহত দুই নারীর শরীরে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. বাবলু কিশোর বিশ্বাসও মঙ্গলবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের কাছে যখন লাশগুলো আনা হয়েছে, তার অন্তত দুইদিন আগে তাদের মৃত্যু হয়েছে। লাশগুলোতে পচন ধরেছিল। পোকাও হয়ে গিয়েছিল। ফলে ডোমের কাছে যেটা বীর্য মনে হয়েছিল, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, আসলে সেটা বীর্য ছিল না। ফলে সেখানে ধর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটেনি।"

মুখ বিকৃত করতে এসিডের ব্যবহার?

লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ বলেছে, নিহতদের মুখমণ্ডল বিকৃত ছিল এবং সেখানে তরল পদার্থ বা অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ডা. বাবলু কিশোর বিশ্বাস ডয়চে ভেলেকে বলেন, "মরদেহে কোনও রাসায়নিক বা অ্যাসিড বার্নের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মরদেহগুলো বেশ কিছু সময় ধরে পড়ে থাকায় রক্ত ও টিস্যুর পরিবর্তনের কারণে স্বাভাবিক পচন প্রক্রিয়ায় মুখ কালচে ও বীভৎস দেখিয়েছে।"

ন্যায়বিচার চায় দুই আসামির পরিবার

গ্রেফতারকৃত সিদ্ধার্থ দাসের বাবা বিনয় দাস ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বাজার থেকে এসে বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে আমার ছেলে ভাত খায়। পরে বাইরে বের হয়ে পাশের বাসায় সীমান্তের কাছে যায়। সেখানে রাতে থাকার কথা ছিল তার। এর আগে, বিভিন্ন সময়ে সীমান্তদের বাসায় সিদ্ধার্থ রাতে থেকেছে। শনিবার রাতে সিদ্ধার্থ তার কাকার বাসায় ঘুমাচ্ছিল। রাত ৩টার দিকে পুলিশ এসে খোঁজ করলে আমরা তাকে পুলিশের কাছে তুলে দেই। এর আগে, শুক্রবার সকালে বাসায় নাস্তা করেছে এবং দুপুরে খাবার খায়। আমার সন্তান নেশা করে একথা কোনোদিন শুনিওনি। কেউ বলেওনি। সে স্বর্ণের (জুয়েলার্স) দোকানে কাজ করতো। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার ছেলে জড়িত থাকতে পারে একথা এলাকার কেউ বিশ্বাস করবে না। তারপরও আমি চাই, সুষ্ঠু তদন্ত হোক। তাতে যদি আমার ছেলে দোষী হয়, তাহলে আমিও তার সর্বোচ্চ শাস্তি চাই।" গ্রেফতারকৃত মুগ্ধ দাসের মা সোনা রানী দাস ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ছেলেসহ তিনি খাওয়া -দাওয়া করেন। পরে মুগ্ধ তার নিজের ঘরে যায়। এরপর কী হয়েছে, সেটা তো আমি বলতে পারব না। তবে শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরে মুগ্ধকে পাইনি। দুপুর বেলা মুগ্ধ বাড়ি ফিরলে কোথায় গিয়েছিল জানতে চাইলে আমাকে বলে ছে, ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। ছেলে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিনা আমি নিজেও জানি না। ওর বাবা ১০ বছর আগে মারা গেছে। দুই ছেলেকে নিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছি। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোটো মুগ্ধ , সে একটা মাছের আড়তে কাজ করে। তার বড়ো ভাই সিটি বাজারের একটি মাছের দোকানে কাজ করে। আসলে কী হয়েছে, আমি জানি না, তাই আমি চাই সুষ্ঠু তদন্ত হোক।" মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে নিহত গণপতি চক্রবর্তীর বাড়ির উঠানে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়। এ সময় গীতা পাঠ করা হয়। রংপুর জিলা স্কুলের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিশিষ্টজনরা হত্যার বিচার দাবি আন্দোলন করে আসছে ন। মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্মরণসভায় নিহত গণপতি চক্রবর্তী ও তার ছেলে আয়ুস চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ করেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ সময় হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

যেভাবে লাশগুলোর সন্ধান মেলে

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রীতিলতার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেন তার ছোটো বোন পূজা চক্রবর্তী। মামলার তথ্য অনুযায়ী রাত ২টা ৪০ মিনিটে প্রীতিলতা ফোন করেন পূজাকে। কিন্তু পূজা ঘুমিয়ে পড়ায় ফোনটি ধরতে পারেননি। ব্যস্ততার কারণে শুক্রবার আর বোনের খোঁজ নিতে পারেননি পূজা। শনিবার দুপুরে একবার ফোন করলেও প্রীতিলতা ফোন ধরেননি। রাত সাড়ে ৮টার দিকে আবারও ফোন করেন পূজা। এবারও ফোন না ধরায় তিনি একে একে ভগ্নিপতি, ভাগ্নি ও ভাগ্নের নম্বরে ফোন করেন। কিন্তু সবগুলো ফোনই বন্ধ ছিল। বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ায় পূজা তার স্বামী বিপুল আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে যান। দেখেন, ভেতরে অন্ধকার। অনেক ডাকাডাকির পরও সারা শব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় পাশের বাড়ি থেকে জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। ধাক্কাধাক্কিতে জানালা খুলে যাওয়ায় টর্চলাইট দিয়ে দেখেন, ভেতরে এলোমেলো অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশকে ফোন করে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে দেখে ছাদে গণপতির লাশ, সিঁড়িতে প্রীতিলতা ও মেয়ে আগামীর লাশ এবং শোবার ঘরে আয়ুসের লাশ পড়ে আছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই আসামি গ্রেফতার

লাশগুলো উদ্ধার করতে করতে মধ্যরাত হয়ে যায়। ভোররাতেই পুলিশ গণপতির প্রতিবেশী মৃত কানুদাসের ছেলে মুগ্ধ দাস ও বিনয় চন্দ্র দাসের ছেলে সিদ্ধার্থ দাসকে তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। দুপুরে রংপুর মহানগর পুলিশের তখনকার কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল মাবুদ এক সংবাদ সম্মেলনে জানান , গণপতি চক্রবর্তী সম্মানিত মানুষ ছিলেন এবং কারও সাথে তাদের কোনো বিবাদ ছিল না। তাকে ও পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য তারা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি জানান , মুগ্ধ দাস ও সিদ্ধার্থ দাস নামে দু-জনকে তারা আটক করেছেন এবং তারা পরস্পরের আত্মীয় ও একই এলাকার। এর মধ্যে এক জন সেখানকার একটি স্বর্ণের দোকানের কারিগর হিসেবে কাজ করতেন। আব্দুল মাবুদ বলেন, "পাশের নির্মাণাধীন বাড়ির ভেতর দিয়ে ওনাদের (গণপতি চক্রবর্তীর) বাড়ির ছাদে এসেছিল দু-জন। ওই ছাদে তারা ইয়াবা সেবন করে। এ সময় গণপতি শব্দ শুনে খালি গায়ে উপরে যান। তার ঘাড়ে গামছা ছিল। তিনি ওই দু-জনকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা স্যারের গলার গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে তাকে হত্যা করেন। তখন তিনি বাঁচার জন্য চেষ্টা করেন। এতে শব্দ হয়। শব্দ শুনে প্রীতিলতা চক্রবর্তী উপরে আসার চেষ্টা করেন। এ সময় ওই দু-জন সিঁড়িতে গামছা পেঁচিয়ে সিঁড়ির মধ্যেই তাকেও হত্যা করে। প্রীতিলতা চক্রবর্তীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তাদের মেয়ে আগামী চক্রবর্তী এগিয়ে আসলে ওই দু-জন তাকেও রশি দিয়ে পেঁচিয়ে হত্যা করে। এরপর প্রার্থীর ছোটো ভাই ১২ বছর বয়সি আয়ুসকে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ও বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে ওই দু-জন। এরপর ছোটো ছেলের বাথরুমে গিয়ে তারা গোসল করে। পরে তাদের ডাইনিং টেবিলে থাকা খেজুর খায়।

সেখানে ইয়াবা সেবন করে। এসব আলামত আমরা পেয়েছি। জিনিসপত্র লুট করে জুমার নামাজের সময় তারা বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বাসার ভেতরের সবকিছু ওই দু-জনই ইচ্ছাকৃতভাবে এলোমেলো করে যায়। বাসায় থাকা দুটি ফোন তারা ডিটারজেন্ট দিয়ে বালতিতে ভিজিয়ে রাখে। কিছু স্বর্ণালংকার নিয়ে তারা সেখানকার মন্দিরের পেছনে পরিত্যক্ত জায়গায় রেখে যায়। পরে তাদের দেখানো মতে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।" দুইজন ব্যক্তি একটি বাসার চারজনকে খুন করলো কীভাবে- এমন প্রশ্নের উত্তরে মামলাটি তদন্তের দায়িত্বে থাকা কোতয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিলন কুমার চ্যাটার্জি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ছাদে বসে ওই দুইজন ৬-৭টি ইয়াবা খেয়েছে। এতগুলো ইয়াবা খাওয়ার পর তাদের অবস্থা কী হয় সেটা বুঝতেই পারছেন। তারা হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্যউপাত্ত রয়েছে তারা দুইজনই এই হত্যাকাণ্ডে জড়ি ত।" মঙ্গলবার মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রংপুর ডিবির পরিদর্শক জিন্নাত আলীকে। এত দ্রুত কীভাবে আসামি গ্রেফতার করলেন জানতে চাইলে মিলন কুমার চ্যাটার্জি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "হত্যাকাণ্ডের পরপরই আমরা সোর্সদের অ্যালার্ট করি। এর মধ্যে এক সোর্স খবর দেয় হাতে আঘাত নিয়ে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছে ওই পাড়ার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ। আমরা দ্রুত তাকে নিয়ে আসি। সে নিজেই আমাদের কাছে হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে। পাশাপাশি এও জানায়, ধস্তাধস্তিতে তার হাতে আঘাত লেগেছে।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রনি)

মক্কা চুক্তি; বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ও বৈদেশিক সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রভাব

চলতি মাসে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক মক্কা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির মনে করেন, এই জোটে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে বাংলাদেশ। সোমবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে উঠলে (বাংলাদেশের) তাতে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা আমাদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবেই দেখা হচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "তারা বাংলাদেশের নেতৃত্বকে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তাতে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।" বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার আনুষ্ঠানিক অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানায়, সৌদি আরব ঢাকাকে এই চুক্তিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদক বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্যের বিষয়ে বক্তব্য জানতে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তবে দূতাবাসগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। তবে ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনীর দেশ তুরস্ক আগেই জানিয়েছে, পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান এবং শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরবের সঙ্গে করা এ চুক্তিটি ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরীক্ষা?

বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, কোনো সামরিক জোটে যোগ দেওয়াটা বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির জন্য নতুন এক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসা পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর কোনোটিতেই সরাসরি না জড়িয়ে বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। তৈরি পোশাকের সিংহভাগই যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্য তম প্রধান উৎস প্রবাসী কর্মীদের (যাদের অধিকাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে) পাঠানো রেমিট্যান্স। ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক কল্লোল কিবরিয়া বলেন, "বাংলাদেশ কোনো আনুষ্ঠানিক জোটের সদস্যপদ গ্রহণ করলে ভারতের পাশাপাশি চীন, ইরান, জাপান, কুয়েত, ওমান, কাতার, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সম্পর্ক জটিল হয়ে যেতে পারে।" তার মতে, "এই সম্পর্কগুলো আপনা-আপনি ভেঙে যাবে না, তবে কোনো সামরিক জোটে যোগ দিলে বাংলাদেশ কোন পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া অনেক কঠিন হয়ে পড়বে।"

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা

বাংলাদেশে এখন ক্ষমতায় তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন ছয় মাস বয়সি সরকার। ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইলেও নয়াদিল্লি এখনো স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। এ অবস্থায়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কি ভারত সফরে যাবেন? প্রধানমন্ত্রীর এক মুখপাত্র রয়টার্সকে জানিয়েছেন, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এদিকে, মক্কা চুক্তির বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, এখন পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে ভারত। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানও রয়েছে এমন কো নো নিরাপত্তা জোটে বাংলাদেশের যোগ দেওয়াকে সম্ভবত ভালোভাবে নেবে না ভারত। এ ধরনের পদক্ষেপের আগে বাংলাদেশকে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ফলাফলগুলোও বিবেচনা করতে হবে বলেও মনে করেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ শাহান মনে করেন, "কোনো নির্দিষ্ট পক্ষের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার ধারণা বাংলাদেশের রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে স্থিতিশীল বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।" তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশ এই

জোটে যোগ দিলে ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশ অসন্তুষ্ট হবে। তবে শুধু সেই বিষয়টিই বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হওয়া উচিত নয়।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রনি)

হাইতিতে মৃত বেড়ে ৪৭, তীব্র নিন্দা জাতিসংঘের

হাইতিতে গ্যাং গুন্ডাদের আক্রমণের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৪৭। অপহৃত ৫০ জনেরও বেশি। রাজধানীর একটি চার্চে হামলা চালিয়েছিল গ্যাং গুন্ডারা। সেখানে তৈরি হওয়া শরণার্থী শিবিরে নির্বিচারে হত্যালীলা চালায় তারা। অপহরণ করা হয় বহু মানুষকে। জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর উচিত এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনা প্রতিরোধ করা। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক শান্তি বাহিনী ব্যবহারের কথাও বলেছেন তিনি। এদিকে গ্যাং গুন্ডারা একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেছে , অপহৃতদের উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশ যদি একজনও গ্যাং গুন্ডাকে হত্যা করে, তাহলে অপহৃতদেরও হত্যা করা হবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রনি)

ইরান নিয়ে ভারতের চার সংস্থার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

ইরান থেকে তেল ও তেলজাত জিনিস আমদানি করার জন্য ভারতের চারটি সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো আমেরিকা। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে। গত ২৪ আগস্ট মার্কিন রাজস্বমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ইরানের বিরুদ্ধে অপারেশন ইকনমিক আউটকাস্টের কথা ঘোষণা করেন। সেখানে সব দেশকে ইরানের সঙ্গে আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলা হয় , না করলে আমেরিকা ব্যবস্থা নেবে বলে জানানো হয়। যে চারটি ভারতীয় সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো- কাস্টমস ব্রোকার প্রোটিস পার্টনার এলএলবি , তাদের সহযোগী সংস্থা ইদ্রিসমিয়া আসরাফমিয়া শেখ ও হরিশ রামচন্দ্র রঙ্গি। এছাড়া সদাশিব ওভারসিজ , পিপি সফটটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং তার ডিরেক্টর প্রশান্ত গর্গ এবং ইনফ্রা ইমপেক্স প্রাইভেট লি মিটেডের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছে , রঙ্গি, শেখ ও গর্গ হলেন ভারতীয় নাগরিক। সদাশিব ওভারসিজ ইরানের বিভিন্ন সংস্থা থেকে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের পেট্রো পণ্য আমদানি করেছিল এবং অন্যরা দুই কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের পেট্রপণ্য আমদানি করেছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রনি)

পাকিস্তানে হাসপাতালে আগুন, মৃত ১৫ শিশু

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে একটি সরকারি হাসপাতালে আগুন লেগে অন্ততপক্ষে ১৫টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এসি থেকে এই আগুন লাগে বলে স্থানীয় ব্রডকাস্টার জিও টিভি জানিয়েছে। বুধবার স্থানীয় সময় সকাল সাতটা নাগাদ পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (পিআইএমএস)-এ আগুন লাগে। চারতলার মা ও শিশুদের বি ভাগে এই আগুন লাগে। পাকিস্তানে হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনায় এটাই সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর বলে জানানো হয়েছে। পাকিস্তানের সরকারি সংস্থাগুলির দুরবস্থা নিয়ে কিছুদিন ধরেই নজরদারি সংগঠনগুলি সোচ্চার। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এই ঘটনার অবিলম্বে তদন্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন , দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন , পুরো ওয়ার্ড ঘিরে রাখা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স যাতায়াত করছে। গত সপ্তাহে এই হাসপাতালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানে র চিকিৎসা হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রনি)

ভারতে দলিত, বাংলাভাষী মুসলিম নিয়ে যা বললো জাতিসংঘের সংস্থা

ভারত নিজেদের জনজাতি ও সুবিধাবঞ্চিত জাতের মানুষকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের বিচারবহির্ভূত হত্যা, অত্যাচার ও সহিংসতা থেকে বাঁচাক। বাংলাভাষী মুসলিমদের বিরুদ্ধে হেট ক্রাইম-নিয়েও অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতিসংঘের এলিমিনেশন অফ রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন (সিইআরডি) এই কথা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে সিইআরডি জানিয়েছে, "জাতিগত, ধর্মীয় গোষ্ঠী, আদিবাসী, যার মধ্যে তফসিলি জাতি ও উপজাতি আছে , বিশেষ করে দলিত ও যারা নাগরি ক নন , তাদের বিরুদ্ধে আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলির বড়ো ধরনের সহিংসতার রিপোর্টে কমিটি খুবই উদ্বিগ্ন।" বিবৃতিতে বলা হয়েছে , "এর মধ্যে রয়েছে জাতিগত বিদ্বেষের ফলে সহিংসতা এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ , বিচার-বহির্ভূত হত্যা , কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই ইচ্ছেমতো দীর্ঘদিন আট কে রাখা , নির্যাতন, অসদাচরণ ও যৌন সহিংসতার মতো ঘটনা। " সিইআরডি বলেছে, "ভারত যেন এই সব অভিযোগের তদন্ত করে এবং দোষীদের শাস্তি দেয়।" এই কমিটিতে ১৮ জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ আছেন। ভারত এই মাসের গোড়ায় সিইআরডির সমীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল। ২০০৭ সালের পর এই প্রথমবার তারা এই কাজ করলো। সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সিইআরডির মুখোমুখি হয়। কমিটি তখন রোহিঙ্গা , বাংলাভাষী মুসলিম , অভিবাসী ও আশ্রয়প্রত্যাসীদের উপর আইন রক্ষাকারীদের অপারেশনের প্রসঙ্গ তুলেছিল। ভারত জানিয়েছিল , তারা মানবাধিকার রক্ষাকারীদের শ্রদ্ধা করে। সমীক্ষার পর ভারতের মিশন জানিয়েছিল , প্রতিনিধিদল বহুত্ববাদ , বৈচিত্র, সাংবিধানিক, আইনগত পরিকাঠামো ও সেফগার্ডের বিষয়টি তুলে ধরেছে। তারা জানিয়েছে , ভারত ন্যায়, সাম্য, মর্যাদা, সকলের জন্য সমান সুবিধার পথে যাত্রা করেছে ও করছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য জহুরুলের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর শোক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাহী কমিটির সদস্য জহুরুল ইসলাম বাবুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (২৬ আগস্ট) এক শোকবার্তায় প্রধানম ন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। গতকাল মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (পিজি হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় জহুরুল ইসলাম বাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হা সপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং লিভার সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছিলেন। বাবু পাবনা পিওয়াইসি ক্লাবের একজন কৃতি ক্রিকেটার ছিলেন। তিনি পাবনা সাবেক ক্রিকেটার সমিতিরও সদস্য ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

১৯২ কোটি টাকায় হবে এআই হাব, পরামর্শক ব্যয়ই ৬২ কোটি

রাজধানী ঢাকার কারওয়ান বাজারে ১৯২ কোটি টাকায় স্থাপিত হতে যাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হাব। এই প্রকল্পে পরামর্শক ব্যয়ই ধরা হয়েছে ৬২ কোটি টাকা। এমন অত্যধিক ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিকল্পনা কমিশন। সেই সঙ্গে তা কমিয়ে যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার সু পারিশ করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কেন্দ্র করে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তৈরির প্রকল্প নিতে যাচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এতে গুরুত্ব দেওয়া হবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি ও তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বা তিন বছর ছয় মাসে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৩৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। বাকি ১৫৯ কোটি টাকা বা ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দেবে কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)। এ অনুদানের বিষয়ে মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) বাংলাদেশ সরকার ও কোইকার মধ্যে চুক্তি সই হয়েছে বলে জানিয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। প্রকল্পটি কা রওয়ান বাজারে অবস্থিত সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে (এসটিপি-২) বাস্তবায়ন হবে। এর আওতায় এসটিপি-২-এর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলায় অভ্যন্তরীণ সজ্জা এবং কারওয়ান বাজারে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি-সম্প্রসারণের জন্য একটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য মডেল তৈরি করা প্রকল্পের মূল কাজ। থাকবে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এআই হাব প্রতিষ্ঠা এবং এআই ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমন - এআই (বেসিক), এআই (অ্যাডভান্সড), বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং, স্মার্ট ফ্যাক্টরি, সাইবার সিকিউরিটি, ব্লকচেইন, থ্রিডি মডেলিং ইত্যাদিতে প্রশিক্ষিত নতুন বিশেষজ্ঞ তৈরি। সেই সঙ্গে এআই ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক ১০টি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ, ৩০টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা ও উদ্যোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণার্থীদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের হার ৮০ শতাংশ নিশ্চিত করাসহ কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণে ২৫০টি কর্মসূচি পরিচালনা করা প্রকল্পের প্রধান কাজ। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এআই হাব স্থাপন ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমন্বিত মোট পাঁচতলা ভবন নির্মাণ। টেকসই পরিচালন কাঠামো তৈরি, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সমন্বিত এআই ডিজিটাল প্রযু ক্তি কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি। পাশাপাশি কারিগরি ডিগ্রি প্রোগ্রামের মাধ্যমে মূল জনবল প্রশিক্ষণ, কার্যকর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গঠন, শিল্প সংযুক্তি ও একাডেমিয়া অংশীদারত্ব জোরদার করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু, মোট ৯৫০

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ১৭১টি শিশু। বুধবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৮৫১টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৯টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৯৫০টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ৭৩টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৯৮। এই সময়ে ১ হাজার ১৯টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৫৪টি শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৫২ হাজার ৭৩৬, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৮ হাজার ৬৫১। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ১ লাখ ৩৩ হাজার ৫৭৩ রোগী, যাদের মধ্যে ১ লাখ ২৮ হাজার ৭৬৫ জন ছাড়পত্র পেয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মুখোশধারী অনেকে ফ্যাসিস্ট পুনর্বাসনের চেষ্টায় আছেন: আইনমন্ত্রী

মুখোশধারী অনেকে এখনো ফ্যাসিস্ট পুনর্বাসনের চেষ্টায় আছেন বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। বুধবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর বনানীতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতিভা

প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। ইনস্টিটিউট অব হজরত মুহাম্মদ (সা.) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আইনমন্ত্রী বলেন, "আজকে বাংলাদেশে ১৮ কোটি মানুষ বলা হয়। তাদের ধরেন ৯৯.৯ পার্সেন্টের দেশ মানুষের চোখে আলো আছে। কিন্তু যাদের চোখে আলো আছে , যারা এই দেশ গঠন করার কথা , মানবিক মূল্যবোধের কথা বলার কথা , তারা কেউ চোখে দেখছেন না। তারা এই দেশের মানুষের অধিকার নিয়ে যাদের কথা বলার কথা ছিল, তারা কেউ করেন না । তারা আত্মকেন্দ্রিকতায় ভুগছেন।" আসাদুজ্জামান বলেন, "আর যারা আজকে এখানে এসে যাদের সঙ্গে দেখলাম , তাদের প্রত্যেকের চোখের দিকে মুখের দিকে তাকালে মনে হয় , প্রত্যেকে এক একজন স্বপ্ন। আর ওই ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে দেখবেন , অবিকল মানুষের মধ্যে দেখতে অনেক মুখ আছে। ধরে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ক্রসফায়ারের নামে গুলি করে হত্যা করে দিলেন। মানুষের মতো মুখ আছে , দেখবেন কারো ভাই, কারো বোন, কারো মা, কারো স্বামী এখনো নিখোঁজ আছে। অথচ তাদের চোখে আলো আছে। " তিনি বলেন, "আজকে যারা চোখে আলো নিয়ে এই সমাজে বিচরণ করছি আমরা, আমাদের অনেকের মানুষের মতো মুখোশ আছে। সেই মুখোশ নিয়ে আমরা যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি , সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না , ২০১৪ সালের জুলাই-আগস্টের সময় পাখির মতো গুলি করে এক হাজার ৪০০ মানুষকে রাস্তায়, দিনে হত্যা করা হয়েছে। ৩০ হাজারের মতো মানুষ কেউ হাত হারিয়েছে, কেউ পা হারিয়েছে, কেউ মাথা হারিয়েছে, কেউ খুলি, মাথা খুলি এখন অনেকের, প্লাস্টিক করে রাখা ভেতরের মগজটা আছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন মেধাবী ছাত্র ছিল , তার এই পাসটা নেই।" আসাদুজ্জামান বলেন, "এখনো মানুষের মুখোশধারী অনেকের চোখ আছে , আলো আছে। তারা বলে এগুলো কিছু হয় না। তারা এখনো ফ্যাসিস্ট পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টায় আছে। আমরা বলব , আপনারা যে যেখানেই থাকুন চোখ খুলুন। আমরা যদি অপরাধ করি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান , নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব, সাংবিধানিক দায়িত্ব।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

গ্যাসের অভাবে দেড় বছর ধরে বন্ধ আশুগঞ্জ সার কারখানা

গ্যাস সংকটে প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানা। ফলে প্রতিদিন প্রায় ৫ কোটি টাকার সার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি অকেজো হয়ে পড়ছে মূল্যবান যন্ত্রাংশ। কবে নাগা দ গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই কারখানা ও গ্যাস বিতরণ বিভাগের কাছে। জানা গেছে, ১৯৮৩ সালে বাণিজ্যিকভাবে ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয় আশুগঞ্জ সার কারখানায়। প্রথমদিকে দিনে প্রায় ১৬০০ টন সার উৎপাদন হলেও ধীরে ধীরে হ্রাস পায় সক্ষমতা। বর্তমানে সাড়ে ১১০০ টন পর্যন্ত ইউরিয়া উৎপাদন করতে পারে প্রাচীন এ কারখানাটি। তবে গ্যাস সংকটে গেল বছরের ১ মার্চ উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করা সার দিয়ে মেটানো হচ্ছে ডিলার ও কৃষকের চাহিদা। গ্যাসের দাবিতে শ্রমিক -কর্মচারীরা আন্দোলন করলেও পুনরায় সংযোগ মিলেনি কারখানায়। মূলত , গত কয়েক বছর ধরেই গ্যাস সংকটের কারণ দেখিয়ে বছরের অর্ধেক সময় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হয় আশুগঞ্জ সার কারখানায়। উৎপাদন বন্ধ থাকায় বিসিআইসির লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করা যায় না। এতে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কারখানাটি। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে উৎপাদন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান যন্ত্রাংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় ৩১ মিলিমিটার বৃষ্টি, জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি নগরবাসীর

রাজধানী ঢাকায় আজ সকালে ৩১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। গত কয়েকদিনের তীব্র গরমের পর আজ কাকডাকা ভোর থেকে মুষলধারে নামা বৃষ্টি স্বস্তি নিয়ে এলেও রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী। বুধবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১১টায় আবহাওয়াবিদ শাহিনুল ইসলাম ৩১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ডের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়। মিরপুর, পল্টন, শাহবাগ, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিতে রাস্তায় পানি জমে যায়। সড়কে পানি জমার কারণে কোথাও কোথাও যানবাহন চলাচলে ধীরগতি দেখা দেয়। বৃষ্টির পানির মধ্যেই বাস , রিকশা, অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় ভুটানের রাজার যাত্রাবিরতি, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার (২৬ আগস্ট) ভোরে শাহজালাল বিমানবন্দরে তাদের মধ্যে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান , ভুটানের রাজাকে বহনকারী বিশেষ বিমান সিঙ্গাপুর থেকে ভুটানে যাওয়ার পথে বুধবার ভোরে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিরতি নেয়। বিমানবন্দরে প্রায় এক ঘণ্টার অবস্থানকালে ভিভিআইপি লাউঞ্জে ভুটানের রাজাকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি ভুটানের রাজা ও রাজ পরিবারের সদস্যদের সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। জবাবে ভুটানের রাজা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে তাদের সুবিধাজনক সময়ে ভুটান সফরের আমন্ত্রণ জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

টেকনাফে অস্ত্র-গোলাবারুদ ও ৫ হাজার ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফে পৃথক দুটি অভিযানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের পাশাপাশি পাঁচ হাজার ইয়াবা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। বুধবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান। সাব্বির আলম সুজন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার ভোর ৫টার দিকে টেকনাফের দমদমিয়া ১৪ নম্বর ব্রিজসংলগ্ন পাহাড়ে অভিযান চালায় কোস্টগার্ড স্টেশন টেকনাফ ও পুলিশ। সেখানে একটি ডাকাত দল অপহরণ ও ডাকাতির উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পাহাড়ে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি জি -৩ রাইফেল (ম্যাগাজিনসহ), দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, তিনটি দেশীয় অস্ত্র এবং ১৩ রাউন্ড তাজা গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া এক লিটার দেশীয় মদও জব্দ করা হয়। অন্যদিকে, মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে টেকনাফের সাবরাং এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় কোস্টগার্ড স্টেশন টেকনাফ ও সাবরাং। এ সময় সন্দেহজনক একটি বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২৫ লাখ টাকা মূল্যের ৫ হাজার ইয়াবা জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সাব্বির আলম সুজন বলেন, উদ্ধার করা অস্ত্র-গোলাবারুদ ও জব্দ করা ইয়াবার বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দেশের আইন -শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা এবং মাদকের বিস্তাররোধে কোস্টগার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

অস্ত্রসহ ডেভিড ইমনের সহযোগী গলাকাটা মোবারক গ্রেফতার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের গুলি বিনিময়ের পর অস্ত্রসহ মোবারক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি, মোবারক চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত ডেভিড ইমনের সহযোগী। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার কাঞ্চননগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাঞ্চননগর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা গুলি ছোড়ে। এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। এক পর্যায়ে অস্ত্রসহ মোবারককে গ্রেফতার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, গ্রেফতার মোবারক এলাকায় 'গলাকাটা মোবারক' নামে পরিচিত। তিনি শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের সহযোগী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, মোবারক নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জেদ্দা থেকে চট্টগ্রামগামী বিমানে যাত্রীর মৃত্যু মাস্কাটে জরুরি অবতরণ

জেদ্দা থেকে চট্টগ্রামগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে অসুস্থ হয়ে ছানোয়ারা বেগম (৫৫) নামে এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি চট্টগ্রামের বাসিন্দা। বুধবার (২৬ আগস্ট) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি-১৩৬ জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করে। পরে আকাশে থাকা অবস্থায় ছানোয়ারা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়লে ফ্লাইটটি মাস্কাটে ডাইভার্ট করা হয়। পরে বিমানটি মাস্কাট বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করলে অসুস্থ যাত্রীকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জানান, মৃত যাত্রীর মরদেহ বাংলাদেশে পাঠাতে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরও বলেন, যাত্রীকে মাস্কাটে রেখে ফ্লাইট বিজি-১৩৬ চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। ফ্লাইটটি বুধবার দুপুর আনুমানিক ২টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ছয় মাসে পুলিশের মনোবল ফিরে এসেছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ছয় মাসে পুলিশের মনোবল ফিরে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশসহ সব শৃঙ্খলা বাহিনী পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাজ করছে। বুধবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তীতে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি, সেখানে জনগণের প্রত্যাশা, আইনের শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি-সবকিছুকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিতে হয়েছে। আমরা যে শৃঙ্খলা বাহিনী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তা ছিল একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে। তিনি বলেন, শৃঙ্খলা বাহিনীর আধুনিকায়ন, তাদের মনোবল বৃদ্ধি এবং জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করার কাজ একসঙ্গে করা হচ্ছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর এমন কোনো ঘটনা নেই, যেখানে অপরাধ সংঘটনের পরপরই পুলিশ জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে পারেনি- এটাই বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ একাধিক অনলাইন জুয়া সাইটের অ্যাডমিন গ্রেফতার

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ একাধিক অনলাইন জুয়া সাইটের অ্যাডমিন মো. অহিদুর রহমানকে (৪৩) গ্রেফতার করেছে র্যাব-৩। বুধবার (২৬ আগস্ট) র্যাব-৩-এর ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো . মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী এ তথ্য জানিয়েছেন। মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী বলেন, র্যাব-৩-এর একটি আভিযানিক দল মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে শাহজাহানপুর থানাধীন রাজারবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আন্ত র্জাতিক সংঘবদ্ধ একাধিক অনলাইন জুয়া সাইটের অ্যাডমিন অহিদুর রহমানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, গ্রেফতারের সময় আসামির কাছ থেকে জুয়া পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত দুটি স্মার্টফোন, বিকাশ অ্যাপে ৮১ হাজার ২১৪ টাকা, নগদ অ্যাপে ৫০ হাজার ৪১ টাকা, দুটি সিমকার্ড, নগদ ৫৫ হাজার ৫০০ টাকা এবং একটি ইয়ামাহা এফজেড ভার্সন -৩ মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও মামলার এজাহারের তথ্য জানিয়ে র্যাব কর্মকর্তা বলেন, আসামি অহিদুর রহমান আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ একাধিক জুয়া সাইটের অ্যাডমিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও হোয়া টসঅ্যাপ ব্যবহার করে ফেইক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ আন্তর্জাতিক জুয়ার বেটিং সাইট ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে আসছিল বলে গ্রেফতারকৃত আসামি স্বীকার করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৫ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দলটি। আগামী ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফল করতে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের যৌথ সভা য় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। যৌথ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিবরা , ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, আহ্বায়ক, সদস্যসচিব এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতারা। সভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন , প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মূল দিন ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা শ হিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হবে। এ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ৫ সেপ্টেম্বর আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

অপরাধী সিন্ডিকেটের গোপন আস্তানা উপড়ে ফেলতে হবে: রিজভী

রংপুরে শিক্ষক পরিবারে নৃশংস ঘটনার পর আইন -শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে দ্রুত অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে , তার প্রশংসা করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। একইসঙ্গে দেশের সব অপরাধী সিন্ডিকেটের গোপন আস্তানা চিহ্নিত করে তা উপড়ে ফেলার দাবি জানিয়েছেন তিনি। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গুরুদায়িত্বের কথা উল্লেখ করে রিজভী বলেন , মানুষ শান্তিতে খেয়ে-পরে বাঁচতে চায়। কোনো মাদকসেবী বা অপরাধী সিন্ডিকেট যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন , তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বুধবার (২৬ আগস্ট) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দেখানো শান্তির পথ অনুসরণ করে দেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

চীন-বাংলাদেশ শিক্ষা সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে আশা দুই দেশের

চীন-বাংলাদেশের শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। চীনের গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত ‘চীন-বাংলাদেশ শিক্ষা সহযোগিতা মধ্যাহ্নভোজ ’ অনুষ্ঠানে দুই দেশের শিক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শেষে এ আশা প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় সময় বুধবার (২৬ আগস্ট) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন শিক্ষা এ বং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য চীনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি , চীন ও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগিতার কাঠামো গড়ে তোলা এবং দুই দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যৌথ উদ্ভাব ন কার্যক্রম জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে চীন-বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন এবং দুই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে যৌথ পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বিস্তা রিত আলোচনা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগ আমলে ২৫০ জন গুম-খুনের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে

গুমের অভিযোগ তদন্ত দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল প্রক্রিয়া। প্রতিটি পরিবার এবং ঘটনার তথ্য আলাদাভাবে যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যু নালের চিফ প্রসিকিউটর মো . আমিনুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন ,

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুম , খুনের শিকার হয়ে এখনও নিখোঁজ থাকা প্রায় ২৫০ জনের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে। চিফ প্রসিকিউটর বলেন , এসব ব্যক্তিকে আইন -শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করেছিলেন বলে তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে এবং ঘটনাগুলোকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গনে নিজ কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

তৃতীয় অধিবেশনে সংসদীয় কমিটি গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ বিল অগ্রাধিকার পাবে

আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া তৃতীয় অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেন , বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সদস্যদের নাম পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো চূড়ান্ত করা হবে। তৃতীয় অধিবেশন ৫, ৭ বা ১০ দিনের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হতে পারে। তবে প্রয়োজন হলে এর মেয়াদ বাড়ানো হবে। বুধবার (২৬ আগস্ট) সংসদ ভবনে গণমাধ্যমকমীদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। সংসদীয় কমিটি , সংসদে বিরোধী দলের ভূ মিকা, সংবিধান সংশোধন এবং আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। চিফ হুইপ বলেন , তৃতীয় অধিবেশনে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপিত হতে পারে। এর মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর, গুম ও মানবাধিকার সুরক্ষা-সংক্রান্ত বিল উল্লেখযোগ্য। সম্পত্তি হস্তান্তর-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে তিনি বলেন , বাবা-মা সন্তানকে সম্পত্তি লিখে দিলেও তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত ওই সম্পত্তির ভোগদখল ও ব্যবহারের অধিকার বজায় রাখবেন। এর মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের পর বাবা - মায়ের প্রতি সন্তানের অবহেলা রোধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জুলা ই সনদ ও সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে চিফ হুইপ বলেন, জুলাই সনদের ধারাবাহিকতায় জনগণ নির্বাচনী ইশতেহার দেখেই ভোট দিয়েছেন এবং তাদের ওপর আস্থা রেখেছেন। সেই আস্থার ভিত্তিতেই তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আই নে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে। নূরুল ইসলাম মনি বলেন , সংবিধানের একটি কমা , দাঁড়ি কিংবা সেমিকোলনের পরিবর্তনও সংবিধান সংস্কারের অংশ। জুলাই সনদে দক্ষিণ প্লাজায় সব রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে যে অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেছে, তার প্রতিটি বিষয় যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্য রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

আইন ভেঙে ভবন নির্মাণ করলে বন্ধ হবে পানি-গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ

বিধিমালার ব্যত্যয় করে ভবন নির্মাণ করলে প্রয়োজনে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে ভবন নি র্মাণের বিধিমালা মানা হচ্ছে কি না , তা নিশ্চিত করতে পরিদর্শন বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আগস্ট মাসের দপ্তর -সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ১৯ আগস্ট সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠি ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো . ওবায়দুর রহমান। সভার কার্যবিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সভায় বিধিমালার ব্যত্যয় করে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় , সব দপ্তর ও সংস্থাকে ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আগের মাসে কতটি ভবন পরিদর্শন করা হয়েছে , তার সঙ্গে প্রতিবেদনাধীন মাসের তুলনামূলক চিত্র দিয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। এছাড়া সব উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ইমারত পরিদর্শকের শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমারত পরিদর্শকদের নির্দিষ্ট ভবন উল্লেখ করে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে। বিধিমালার ব্যত্যয় করা নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান চালানোর পর সংশ্লিষ্ট ভবনটি অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে কি না , সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থাকে প্রতিবেদন দিতে হবে বলে সি দ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সভায়। বিধিমালা মেনে ভবন নির্মাণের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার -প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত পরিচালিত প্রচার -প্রচারণার তথ্যও মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলা হয়েছে। সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় , বিধিমালার ব্যত্যয় করে ভবন নির্মাণ করলে প্র য়োজনে ইউটিলিটি সার্ভিস (পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সংযোগ) বন্ধ করে দিতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ওমরাহ এজেন্সির নিবন্ধনে সৌদি আরবের ৬ শর্ত

ওমরাহ পরিচালনায় এজেন্সিগুলোর নিবন্ধনের (অ্যাক্রেডিটেশন) প্রক্রিয়ায় ছয়টি শর্ত আরোপ করেছে ঢাকায় অবস্থিত সৌদি আরবের দূতাবাস। শর্তগুলো যথাযথভাবে পালনের জন্য মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) সভাপতি ও মহাসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৮ আগস্টের একটি স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি দূতাবাসে র আরোপ করা শর্তগুলো জানানো হয়। ওমরাহ পরিচালনায় এজেন্সিগুলোর নিবন্ধনের প্রক্রিয়ায় সৌদি আরবের দূতাবাসের আরোপ করা শর্তগুলো হলো:

১. বাংলাদেশ সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সত্যায়িত স্থানীয় লাইসেন্স গ্রহণ করা।
২. লাইসেন্স, পাসপোর্ট, আর্থিক বিবরণী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিসের প্রয়োজনীয় ফাইল প্রস্তুত করা।
৩. সৌদি আরবের নিবন্ধিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওমরাহ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা।
৪. সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত মানসম্মত চুক্তি সম্পাদন করা।

৫. নিম্নোক্ত প্ল্যাটফর্মে চুক্তি সত্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা: https://services;ksavisa.sa/Umrah/Office Details.
৬. নিবন্ধন-পরবর্তী ধাপে এজেন্সিগুলো যেন প্রযোজ্য নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে, তা নিশ্চিত করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিকের ৩২ হাজার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে সুখবর

দীর্ঘদিন আইনি জটিলতায় আটকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩২ হাজারের বেশি প্রধান শিক্ষক শূন্যপদ। বিপুলসংখ্যক শূন্যপদ পূরণে অবশেষে সুখবর মিলেছে। এ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আগামী তিন মাসের মধ্যে এ কাজে দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যাবে। জানা গেছে, সম্প্রতি মাঠপর্যায়ে গ্রেডেশন তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। তালিকা যাচাই-বাছাই ও অভিযোগ নিষ্পত্তির পর তা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) পাঠানো হবে। পিএসসির অনুমোদন পাওয়া গেলে সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে। প্রক্রিয়াটি প্রায় তিন মাসের মধ্যে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশন বিভাগের পরিচালক মীর আব্দুল আউয়াল আল মেহেদী বলেন, মামলার জটিলতা ছিল। সেই মামলার জটিলতা নিষ্পত্তি হয়েছে। এখন মাঠপর্যায়ে পদোন্নতির জন্য গ্রেডেশন তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। বাকি কাজ শিগ্‌গির শেষ হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিদিশার জামিন নামঞ্জুর, কারাগারে পাঠানোর আদেশ

রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা প্রতারণার মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিদিশা সিদ্দিকের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। বিদিশা সিদ্দিক সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী। বুধবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম জুনাঈদ শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এর আগে, একই দিন আপিলের শর্তে জামিন চেয়ে আদালতে আবেদন করেন বিদিশার আইনজীবী আতিকুর রহমান। তবে রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর সৈয়দ গোলাম মর্তুজা ইবনে ইসলাম জামিনের বিরোধিতা করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আবেদন জানান। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত বিদিশাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। গত ২০ মে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ আলমের আদালত এ মামলার রায়ে বিদিশাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। একইসঙ্গে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। রায়ে বলা হয়, জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

নওগাঁর নিহত ৭ জনের মরদেহ দেশে আসছে বৃহস্পতিবার

সৌদি আরবের রিয়াদে সোফা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত নওগাঁর সাতজনের মরদেহ বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) দেশে আসছে। বিকেল ৪টার দিকে মরদেহগুলো নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট দেশে পৌঁছাবে। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সেলর মুহাম্মদ রেজায়ে রাব্বি সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সৌদি আরবের রিয়াদের একটি সোফা তৈরির কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জন বাংলাদেশি কর্মী মারা যান। পরে ফিঙ্গার প্রিন্ট পরীক্ষা করে ৯ জনের পরিচয় শনাক্ত করে সৌদি কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যে নওগাঁর সাতজনের মরদেহ দেশে পাঠাতে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। মরদেহগুলো নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। সৌদি দূতাবাস থেকে পাঠানো তালিকায় শনাক্ত হওয়া নওগাঁর সাতজন হলেন আত্রাই উপজেলার উদনপৈ গ্রামেরময়েন উদ্দিনের ছেলে মো. ফরিদ, গগুগোহালী গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে রুবেল প্রামাণিক, একই গ্রামের গুফফার প্রামাণিকের ছেলে মোহন আলী ও সুমন আলী এবং বজলুর রহমানের ছেলে কলিমুদ্দিন, ডুবাই গ্রামের বাদল তরফদারের ছেলে সোহেল রানা এবং উপজেলার মার্কাসুন্দা গ্রামের তমেজ উদ্দিন সরদারের ছেলে আব্দুল জলিল সরদার। এ বিষয়ে আত্রাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘নিহতের পরিবারগুলোর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সৌদি আরবে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমন্বয় করে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করা হয়েছে, যাতে মরদেহগুলো বিনা খরচে আসতে পারে।’ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

২৫ কোটি বৃক্ষরোপণে ১৪ সদস্যের পরামর্শক পুল গঠন

‘৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ’ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে ১৪ সদস্যের পরামর্শক পুল গঠন করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। বিশেষায়িত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ সেল ও এর সহায়ক টাস্কফোর্সকে সহায়তা করবে এই পুল। গত ২০ আগস্ট এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরামর্শক পুলের সভাপতি করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. মো. সাইমুম পারভেজকে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানউল্লাহ, ঢাকা স্ট্রিমের সম্পাদক ও প্রকাশক

গোলাম ইফতেখার মাহমুদ, কানাডার ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচুয়ানের আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ওয়াটারের গবেষক ও স্পেশাল ডেটা সায়েন্টিস্ট ড. ফয়সাল কবির শুভ, কৌশলগত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ সাদিকুর রহমান, টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কারিগরি বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ সুবাইল বিন আলম এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের সহকারী পরিচালক নাহিদ জামান সোমা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে অনুমতি পেল আরও ৩৮টি এজেন্সি

আগামী বছর (২০২৭ সাল) হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে আরও ৩৮টি এজেন্সিকে অনুমতি দিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) শর্তসাপেক্ষে ষষ্ঠ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে যোগ্য হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করেছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ১৫ মে হজ অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, পাঁচ দফায় ৬৪২টি এজেন্সিকে আগামী হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে অনুমতি দিয়েছে সরকার। ধর্ম মন্ত্রণালয় শর্তে জানিয়েছে, প্রকাশিত তালিকার কোনো এজেন্সি যৌক্তিক কারণ ছাড়া ২০২৭ হজ মৌসুমে হজযাত্রী নিবন্ধন (প্রাক-নিবন্ধন নয়) না করলে সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হজযাত্রী নিবন্ধনের আগে যোগ্য তালিকাভুক্ত এজেন্সিগুলোকে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রুপ (অ্যালায়েন্স) গঠন করতে হবে। সৌদি সরকারের নির্ধারিত এজেন্সিপ্রতি ন্যূনতম হজযাত্রীর কোটা কোনো এজেন্সি এককভাবে বা সমন্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে পারলে সেই এজেন্সি বা লিড এজেন্সি সৌদি আরবে হজযাত্রী পাঠাতে পারবে। এজেন্সিগুলোকে ই-হজ সিস্টেমে ঘোষিত প্যাকেজ নির্ধারণ করে হজযাত্রী নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এই প্যাকেজই হজযাত্রী ও এজেন্সির মধ্যে চুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। প্যাকেজে সৌদি আরবে প্রদেয় সেবা, অবস্থানকাল, হোটেলের দূরত্ব এবং প্যাকেজের মূল্য বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রত্যেক এজেন্সিকে ন্যূনতম ৪৪ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করতে হবে। অর্থাৎ একজন গাইডের জন্য নির্ধারিত সমসংখ্যক হজযাত্রী হলে এজেন্সিটি সমন্বয়ে অংশ নিতে পারবে। অন্যথায় লিড এজেন্সির আওতাধীন অন্য কোনো এজেন্সিতে হজযাত্রী স্থানান্তরের (ট্রান্সফার) মাধ্যমে তাদের হজ পালন নিশ্চিত করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'কমনসেন্স' নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সারজিস

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে কী পোস্ট করা উচিত, সেই বিষয়ে ন্যূনতম কমনসেন্স থাকা দরকার বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। বুধবার দুপুরে (২৬ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের একটি পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই পোস্টে লিখেছে, "মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম (এমপি), যমুনা টেলিভিশনের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটির লিংক প্রথম কমেন্টে দেওয়া হলো।" এরপর এই পোস্টে মন্তব্য করতে গিয়ে সারজিস আলম বলেন, "একটা দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড পেজ থেকে কী পোস্ট করা উচিত, সেই বিষয়ে আপনাদের মিনিমাম কমনসেন্স থাকা দরকার।" পরে অবশ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই পোস্টে মন্তব্য করার সুযোগ সীমিত করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

সংসদের তৃতীয় অধিবেশন বসছে বৃহস্পতিবার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন বসবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) বেলা ৩টায়। সংসদের এই অধিবেশনটি রাজনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অধিবেশনকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন ও আশপাশের এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একইসঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ, মিছিল ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অধিবেশন চলাকালে সংসদ এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবাইকে নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে যে-কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া তৃতীয় অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেন, বিরোধীদলের পক্ষ থেকে সদস্যদের নাম পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো চূড়ান্ত করা হবে। তৃতীয় অধিবেশন ৫, ৭ বা ১০ দিনের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হতে পারে। তবে প্রয়োজন হলে এর মেয়াদ বাড়ানো হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বর্তমান সরকারের জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার

দেশের ভাঙাচোরা অর্থনীতির হাল ধরে অন্তর্বর্তী সরকার বর্তমান সরকারকে একটি ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফট্যানেন্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ঝড়ে কোনো মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে গেলে প্রথমে সেই ঘর তৈরি ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। অন্তর্বর্তী সরকারও ঠিক সেই কাজ করেছে। এখন বর্তমান সরকার সেই ভিত্তির ওপর আরও ভালোভাবে কাজ করবে। বুধবার (২৬ আগস্ট) বিকেল সাড়ে

৫টার দিকে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়া কুমারভোগ এলাকায় সাবরিনা মঞ্জুর নামের একটি স্থানীয় উন্মুক্ত লাইব্রেরি উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন জাহাঙ্গীর আলম। সাবেক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, '২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। ওইসময় ফ্যাসিস্টরা বিভিন্নভাবে মব বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তবে বর্তমানে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। ফলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা অন্য যে-কোনো সরকারের চেয়ে অনেক বেশি।' সাবরিনা মঞ্জুর পাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেশের বড়ো দুই সমস্যা হিসেবে দুর্নীতি ও মাদককে চিহ্নিত করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, সমাজে মাদকাসক্তি বাড়ছে। শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা ও বিকেলে খেলাধুলায় যুক্ত হলে মাদক থেকে দূরে থাকবে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে লাইব্রেরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঘুস নেন দুই ঠিকাদারের থেকে, রেট বেশি দেখে কাজ দেন ইইডি প্রকৌশলী

ঢাকার বাড্ডার এক মাদরাসার উন্নয়ন কাজ পাইয়ে দিতে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঘুস নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) সহকারী প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান মনির বিরুদ্ধে। ঘুসের রেট বা পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে পুনঃদরপত্র করে আরেক ঠিকাদারকে কাজটি পাইয়ে দিয়েছেন বলেও রয়েছে অভিযোগ। অথচ প্রথম যে ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, তা ফেরত দেননি বলে দাবি ওই ঠিকাদারের। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ক্লাস ওয়ান ট্রেডার্স। অভিযোগ আমলে নিয়ে তা তদন্তের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান প্রকৌশলী। এ নিয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে (ইইডি) চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার সময় মনিরুজ্জামান মনি ছিলেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো সার্কেলের সহকারী প্রকৌশলী। সম্প্রতি তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে বদলি করা হয়। যদিও অসুস্থতার অজুহাতে তিনি এখনো নতুন কর্মস্থলে যোগ দেননি। গত ১৩ আগস্ট শিক্ষা প্রকৌশল অধি দপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে লিখিত অভিযোগ দেয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ক্লাস ওয়ান ট্রেডার্স।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রী ইসলামের আদর্শকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করছেন: মঈন খান

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করছেন বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান। বুধবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে পলাশ উপজেলা মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আব্দুল মঈন খান বলেন, "আজ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে যে কাজগুলো করে যাচ্ছেন, সেগুলো কিন্তু তিনি ইসলামের সেই আদর্শকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করছেন। কেন জানেন? এই যে কৃষক কার্ড বলছি, ফ্যামিলি কার্ড বলছি, যার মাধ্যমে এ দেশের দরিদ্র মানুষের কিছু সহায়তা দেওয়ার জন্য। এই যে নতুন কিছু ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি এবং প্রচলন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান করেছেন বাংলাদেশে, সেটা কিন্তু রাসুলে করিমের শিক্ষা থেকে এসেছে। কাজেই আমরা আজ তারেক রহমানের নেতৃত্বে সঠিক পথে হাঁটছি।" মন্ত্রী আরও বলেন, "একটি সরকারের জন্য ছয় মাস কোনো দীর্ঘসময় নয়। এই ছয় মাসের মধ্যে তারেক রহমান নির্বাচনি যে-সব ওয়াদা করেছিলেন, সেই ওয়াদাগুলো একটি একটি করে পূরণ করেছেন। আপনারা দেখেছেন, পলাশে দীর্ঘ ১৭ বছর জনগণের কল্যাণে যা করা হয়নি, আমরা আজ মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পেরেছি।" তিনি বলেন, "এ দেশের দুস্থ-দরিদ্র মানুষ থেকে শুরু করে, দেশের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে মসজিদ-মাদরাসায় উন্নয়ন করেছি। কেন করেছি? এটা তারেক রহমানের রাষ্ট্রীয় নীতি। তার ফলশ্রুতিতে আমরা এই কাজগুলো করতে সক্ষম হয়েছি।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্ত্রীকে ভিডিওকলে রেখে গলায় ফাঁস নিলেন পুলিশ সদস্য

গাইবান্ধার পুলিশ সুপারের বাসভবনের ব্যারাক থেকে হাবিবুর রহমান নামের এক পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যারাকে স্ত্রীর সঙ্গে ভিডিওকলে থেকে তিনি আত্মহত্যা করেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। বুধবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাইবান্ধার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বি সার্কেল) শেখ মুত্তাজুল ইসলাম। এর আগে, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিনের শহরের সরকারি বাসভবনের ব্যারাক থেকে ওই পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত নায়েক হাবিবুর রহমানের (৩৩) বাড়ি নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার সরদার পাড়ায়। তিনি ওই এলাকার মন্টু মিয়ার ছেলে। তার ৫-৭ বছরের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্র জানায়, ঢাকা থেকে চলতি বছরের ১২ আগস্ট গাইবান্ধা পুলিশ সুপারের বাংলোতে গার্ডে যোগদান করেন হাবিবুর রহমান। সেখান আরও কয়েকজন পুলিশ সদস্য দায়িত্বপালন করেন। আজ বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ব্যারাকের ওয়াশ রুমের দরজা দীর্ঘসময় বন্ধ পান অন্য সদস্যরা। পরে সন্দেহ হলে ব্যারাকের গার্ড কমান্ডার সোহেল মিয়া তাকে কয়েকবার ডাকেন। এতে সাড়া না মেলায় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াশ রুমের দরজায় ধাক্কা দেন। এসময় হাবিবুরকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাব্বির হোসেনের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট করে পুলিশ। ব্যারাকে উপস্থিত পুলিশ সদস্য ও গার্ড কমান্ডার সোহেলের বরাতে গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল বলেন, দুপুরে হাবিবুর রহমান তার স্ত্রীর

সঙ্গে ভিডিওকলে ঝগড়া করছিলেন। ঝগড়ার একপর্যায়ে তিনি ওয়াশ রুমে প্রবেশ এবং স্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কলে থেকে আত্মহত্যা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

এক সপ্তাহেও কাটেনি সংকট, কলকাতায় হোটেল না পেয়ে দিশাহারাবাংলাদেশিরা

এক সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও কলকাতায় চিকিৎসা নিতে আসা বাংলাদেশিদের হোটেল সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। এখনো হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তাদের। রোগী ও স্বজনদের নিয়ে একের পর এক হোটেলে ঘুরেও মিলছে না মাথা গোঁজার ঠাঁই। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে পথে ঘাটে সময় কাটাচ্ছেন, কেউ কেউ আবার হোটেল না পেয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এদিকে , এমন পরিস্থিতির মধ্যেই চিকিৎসা নিতে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আসছেন বহু বাংলাদেশি নাগরিক। তাদের বক্তব্য , সমস্যার কথা জানলেও চিকিৎসার তারিখ আগে থেকেই নির্ধারিত থাকায় কলকাতায় না এসে উপায় নেই। প্রতিদিনই কলকাতার নিউমার্কেটের মারক্যুইস স্ট্রিটে বাংলাদেশ থেকে বাস এসে থামছে। বাস থেকে নেমেই যাত্রীরা ছুটছেন হোটেলের খোঁজে। অনেক রোগীর স্বজন ও পরিবারের সদস্যকে দীর্ঘক্ষণ ফুটপাতেই বসে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। বাংলা দেশের ঢাকার বাসিন্দা মো. পাভেল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। সেখান থেকে চিকিৎসা শেষ করে বুধবার (২৬ আগস্ট) কলকাতায় আসেন। কিন্তু হোটেল না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফুটপাতেই বসে থাকতে হয় তাকে। পাভেল বলেন , আজ সকালে হোটেল পেলাম। সব মিলিয়ে পাঁচটি হোটেল পরি বর্তন করা লেগেছে। চিকিৎসা করাতে এসেছি , অপারেশন হয়েছে, সমস্যায় আছি। অসুস্থ রোগী নিয়ে এখানে -ওখানে ঘুরে তারপর হোটেল পেলাম। এখানে থাকার কারণ হলো এখানে বাংলা খাবার পাওয়া যায়। এর আগে নিউটাউনে ছিলাম। বাচ্চা ছিল , তাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা কষ্ট করে কোনো রকম রয়ে গেছি। এখানকার সরকার আমাদের সুরক্ষার জন্য সব হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটা রুমে তিনজন থাকি আর ভাড়া ১২০০ রুপি। সেফটি ও সিকিউরিটি ভালো আছে। অন্যদিকে , ঢাকার বাসিন্দা শামীমের অভিজ্ঞতা কিছুটা আলাদা। পাঁচ -ছয়টি হোটেল ঘোরার পর শেষ পর্যন্ত তিনি থাকার জায়গা পেয়েছেন। তিনি বলেন, অনেক সমস্যায় পড়েছি। তবে অনেক কষ্টে একটা হোটেল পেয়েছি। আমি মনে করি, যা হচ্ছে আমাদের ভালোর জন্যই হচ্ছে। তাই সাময়িক এই সমস্যাটা আমরা মেনে নিতে পারি। তবে এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন মারকুইস স্ট্রিট এলাকার হোটেল ব্যবসায়ীরা। নিউমার্কে টে ট্রাভেল ব্যবসায়ী সাকিল আহমেদ জানিয়েছেন , দুর্ঘটনা সত্যি দুঃখজনক , এরপর থেকেই কোনো হোটেল পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার ব্যবসায়ীরা ৯৫ শতাংশই বাংলাদেশিদের ওপর নির্ভরশীল। মারকুইস স্ট্রিট , ফ্রি স্কুল স্ট্রিট , মির্জা গালিব স্ট্রিটের প্রায় সব হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে। আমি যতদূর জানি , এই কয়েক জায়গায় মুহূর্তের মধ্যে ৫১টির মতো হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে হোটেলে আগুন লেগেছে 'শিখা ইন' ওই হোটেলটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত , কারণ সেটি হোটেল নয়। কিন্তু অন্য যে -সব হোটেল রয়েছে, তারা সবকিছুই মেইন্টেন করে। সরকারের উচিত ছিল তাদেরকে একটু সময় দেওয়া। হোটেল বন্ধ করার একটা নোটিশ দিয়ে বাংলাদেশি পর্যটকদের হ্যারাস করা হচ্ছে। সাকিল আরও বলেন , ভারত সরকার পর্যটন ভিসা খুলে দেওয়ার পর থেকেই প্রচুর সংখ্যায় বাংলাদেশি পর্যটক এখানে আসছে। প্রত্যেকদিন অনেক বাংলাদেশি নাগরিককে চেন্নাই, ভেলোর, মুম্বাই, দিল্লিতে পাঠাই। এছাড়া কলকাতাতেও এখন প্রচুর বাংলাদেশি আসছেন , কিন্তু আমরা তাদের হোটেল দিতে পারছি না। এটা দেশের বদনাম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারমাণবিক প্রযুক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেন , ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ উন্নত স্মল মডিউলার রিয়্যাক্টর প্রযুক্তি র সময়োপযোগী ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে আরও শক্তিশালী সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি , নীতিমালা, নিয়ন্ত্রক কাঠামো, নিরাপত্তা এবং সক্ষমতা উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। বুধবার (২৬ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত 'অ্যাটমিক টেকনোলজিস লাইসেন্সড ফর অ্যাপ্লিকেশন্স অব সি (অ্যাটলাস) মন্ত্রী পর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-২০২৬' এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী বলেন , জলবায়ু সংকট, জ্বালানি নিরাপত্তা ও ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারমাণবিক শক্তির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে উন্নত পার মাণবিক প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

রংপুরের ঘটনায় দ্রুত সময়ে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ছয় মাসে পুলিশের মনোবল ফিরে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশসহ সব শৃঙ্খলা বাহিনী পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাজ করছে। বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি, সেখানে জনগণের প্রত্যাশা, আইনের শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি- সবকিছুকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিতে হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে যে শৃঙ্খলা বাহিনী পাওয়া গেছে, তা ছিল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে। তিনি বলেন, শৃঙ্খলা বাহিনীর আধুনিকায়ন, তাদের মনোবল বৃদ্ধি এবং জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করার কাজ একসঙ্গে চলছে। সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এমন কোনো ঘটনা নেই, যেখানে অপরাধ সংঘটনের পরপরই পুলিশ জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে পারেনি- এটাই বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার সময় পুলিশসহ শৃঙ্খলা বাহিনীর মনোবল ও কর্মপরিবেশ অত্যন্ত নাজুক ছিল। গত ছয় মাসে সেই অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। তাদের মনোবল ফিরে এসেছে এবং তারা পূর্ণ শক্তি দিয়ে অপরাধ দমনে সচেষ্ট হয়েছে। রংপুরে চার খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ওই ঘটনাতেও অপরাধ সংঘটনের যৌক্তিক সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। জাতীয়ভাবে আলোচিত বা অনালোচিত প্রতিটি অপরাধের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযুক্তদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে দ্রুত বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতেও সহযোগিতা করা হয়েছে। 'এত অল্প সময়ে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা ঠিক হবে না' মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইনশাআল্লাহ, বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে জনগণের প্রত্যাশিত ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

নেপালে আকস্মিক বন্যায় প্রাণহানির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোক ও সহযোগিতার বার্তা

নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার। একইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে নেপালকে যে-কোনো ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই শোক ও সংহতি জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার ও বাংলাদেশের জনগণ এই কঠিন সময়ে বন্ধুপ্রতীম দেশ নেপালের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে। মর্মান্তিক এই দুর্যোগের খবর ও সার্বিক পরিস্থিতি বাংলাদেশ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে এবং দুর্ঘটনায় বহু মানুষের নিখোঁজ থাকা ও পর্যটকসহ অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগকালীন এই সময়ে ত্রাণ বিতরণ এবং উদ্ধার তৎপরতায় নেপালকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে পুনর্ব্যক্ত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা, নিখোঁজদের দ্রুত উদ্ধার এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

আপাতত কোনো ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল হচ্ছে না

সার বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমান ডিলারদের মধ্যে তৈরি হওয়া আতঙ্ক দূর করতে নতুন পরিপত্র জারি করেছে সরকার। এতে স্পষ্ট করা হয়েছে, বর্তমানে দায়িত্বে থাকা ডিলাররাই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সার উত্তোলন ও বিক্রির কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। কোনো ডিলারকে বাতিল করা হচ্ছে না। বুধবার দুপুরে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে হুইলচেয়ার, ছাত্রীদের বাইসাইকেল এবং শিক্ষার্থীদের ফলজ, ঔষধি ও বনজ গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সার নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দেশে ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। সার সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, সার বিতরণ নিয়ে ডিলারদের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা নিরসনে মঙ্গলবার একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এতে বর্তমান ডিলারদেরই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সার উত্তোলন ও বিক্রির দায়িত্বে থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

গাজীপুরে নদীতে ডুবে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে নদীতে ডুবে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের বেলদিয়া গ্রামে সুতিয়া নদীতে এই ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলো- বেলদিয়া গ্রামের মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে রাব্বি (১১) ও একই ইউনিয়নের বাপ্তা গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে মোক্তাসিন (১১)। নিহত দু-জনই স্থানীয় বাপ্তা বেলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। স্থানীয়রা জানায়, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাব্বি, মুক্তাসিন ও শাকিবসহ ৪-৫ জন মিলে বেলদিয়া এলাকায় সুতিয়া নদীতে গোসল করতে যায়। তাদের মধ্যে রাব্বি ও মুক্তাসিন নদীতে নামে। রাব্বি সাঁতার জানলেও মুক্তাসিন সাঁতার জানতো না। একপর্যায়ে রাব্বি পানিতে নেমে মুক্তাসিনকে তার কাঁধে উঠিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর গভীরের দিকে গেলে মুক্তাসিন পড়ে যায়। এ সময় মুক্তাসিন বাঁচার জন্য রাব্বিকে জড়িয়ে ধরে। এতে রাব্বিও সাঁতরে নদী থেকে উঠতে পারেনি। পরে তারা দুজনই পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। এরপর শাকিব তাদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে নিহতদের পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাদেরকে নদী থেকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শ্রীপুর থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীনুর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের ৭ নির্দেশনা

'প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬' সামনে রেখে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রচার-প্রচারণা জোরদারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ মাঠপর্যায়ের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকে সাত ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাউশি এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব নির্দেশনা দেয়। **সাত নির্দেশনা-**

১. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান গেইটে ব্যানার প্রদর্শন করতে হবে।

২. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দর্শনীয় স্থানে ড্রপডাউন ব্যানার প্রদর্শন করতে হবে।

৩. শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ে অফিসগুলো তার আওতাধীন এলাকায় দর্শনীয় অথবা গুরুত্বপূর্ন স্থানে লোগো, মাসকট, ড্রপডাউন-গেইট ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. প্রতি শ্রেণিতে পাঠদানের সময়ে নোটিশের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অবহিত করতে হবে।

৫. প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

৭. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজেস্ব ওয়েবসাইটে প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬ সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

প্রতারণার মামলায় আদালতে পাঠানো হয়েছে বিদিশা সিদ্দিককে

প্রতারণার মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দ্বিতীয় স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিককে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। বুধবার সকালে গুলশান থানা থেকে তাকে আদালতে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাউদ হোসেন। এর আগে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর গুলশানের এরাবিকা রেস্টুরেন্ট থেকে বিদিশাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। গত মে মাসে প্রতারণার মামলায় বিদিশাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। মামলার নথি অনুযায়ী, বারিধারার প্রেসিডেন্ট পার্কের একটি ফ্ল্যাট বিক্রির কথা বলে প্রতারণার অভিযোগে ব্যবসায়ী মোশাররফ হোসেন সিকদার ২০০৮ সালে গুলশান থানায় মামলাটি করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে জিয়াউর রহমান হত্যা মামলা, গ্রেফতার মোজাফফরকে নিয়ে হবে তদন্ত

পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলা। সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ার কথা বলে ২০১১ সালে চট্টগ্রামের একটি আদালত মামলাটির সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। তবে হত্যাকাণ্ডের ৪৫ বছর পর গত জুলাইয়ে অভিযুক্ত পলাতক আসামি অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোজাফফর হোসেনকে গ্রেফতার করেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। ফলে দীর্ঘ ৪৫ বছর পর পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে জিয়াউর রহমান হত্যা মামলা। হত্যাকাণ্ডের পেছনের কুশীলবদের খুঁজতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকার পর গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৫ জুলাই মধ্যরাতে রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকা থেকে অভিযুক্ত পলাতক আসামি অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোজাফফর হোসেনকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে কোর্ট মার্শাল সম্পন্ন করার জন্য তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে সরাসরি অংশ নেওয়া সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে মেজর মোজাফফর হোসেন ও ক্যাপ্টেন মোসলেহ উদ্দিন ছিলেন অন্যতম। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও মামলাসংক্রান্ত বিবরণ অনুযায়ী, মেজর মোজাফফর হোসেনই প্রথম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে শনাক্ত করেন এবং তাকে লক্ষ্য করে সরাসরি গুলি চালান। হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত করার পর তিনিই চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে টেলিফোন করে জানান, 'The President has been killed.' হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীর অভিযানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীতে মঞ্জুর নিহত হন। এছাড়া ক্যাপ্টেন মোসলেহ উদ্দিন গ্রেফতার হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তবে তখন মেজর মোজাফফর হোসেন ও মেজর এস এম খালেদ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মেজর মোজাফফর হোসেন দীর্ঘ সময় ভারতে আত্মগোপনে ছিলেন। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করে সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। অবশেষে ৪৫ বছর আত্মগোপনে থাকার পর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তার গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে দেশের অন্যতম আলোচিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের একটি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত অধ্যায়ে নতুন অগ্রগতি এলো। সেনাবাহিনীর নিজস্ব বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

কাস্টমস কর্মীর ১৫ টুকরা মরদেহ উদ্ধার, বাড়ির কেয়ারটেকার গ্রেফতার

ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ায় নিখোঁজের ৯ দিন পর কাস্টমসের নিরাপত্তা শাখার কর্মী রাকিব রায়হানের (৪০) ১৫ টুকরা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় দু-জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাছাড়া হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা চাপাতিসহ বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে হত্যাকাণ্ডের শিকার কাস্টমস কর্মীর বাড়ি থেকে এসব উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া আলামতের মধ্যে রয়েছে একটি চাপাতি, একটি লোহার রড, তিনটি ছুরি, একটি কাঠের খাটিয়া, রক্তমাখা পাঞ্জাবি। এই ঘটনায় গ্রেফতাররা হলেন- বাড়ির কেয়ারটেকার রাজু মির্জা ও তার চাচাতো ভাই জিতুল। এর আগে, সিলেটের শ্রীমঙ্গল উপজেলার রেলস্টেশন থেকে গত মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে তাদের দু-জনকে গ্রেফতার করে ফুলবাড়ীয়া থানা পুলিশ। ত্রিশাল সার্কেলের এএসপি এস এম হাসান ইস্রাফীল এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

মোটরসাইকেল আমদানির বিধি-নিষেধ উঠল, গেজেট প্রকাশ

দেশের মোটরসাইকেলপ্রেমীদের জন্য বড়ো সুখবর দিয়েছে সরকার। এখন থেকে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ তৈরি বা সিবিইউ অবস্থায় সর্বোচ্চ ৩৭৫ সিসি ইঞ্জিনক্ষমতার মোটরসাইকেল আমদানি করা যাবে। সোমবার এসংক্রান্ত নতুন আমদানিনীতি আদেশের গেজেট প্রকাশ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর আগে, ২০২১-২০২৪ সালের আমদানিনীতিতে সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় ১৬৫ সিসির বেশি ইঞ্জিনক্ষমতার মোটরসাইকেল আমদানিতে বিধি-নিষেধ ছিল। নতুন নীতিতে সেই সীমা বাড়িয়ে ৩৭৫ সিসি করা হয়েছে। নতুন আমদানিনীতি কার্যকর হলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মাঝারি ও উচ্চক্ষমতার মোটরসাইকেল সরাসরি বাংলাদেশে আনার সুযোগ বাড়বে। ফলে দেশের বাজারে নতুন মডেল ও ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেলের সংখ্যা বাড়তে পারে। বিশেষ করে ১৬৫ সিসির সীমার কারণে এতদিন যে-সব আন্তর্জাতিক মডেল সরাসরি আমদানি করা সম্ভব ছিল না, নতুন নীতির ফলে সেগুলোর বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হবে। তবে এর ফলে স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশি প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

সৌদিতে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৯ জনের মরদেহ আসবে বৃহস্পতিবার

সৌদি আরবের রিয়াদে সম্প্রতি একটি সোফা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত ১৬ বাংলাদেশির মধ্যে ৯ জনের মরদেহ আগামীকাল বৃহস্পতিবা ২৭ আগস্ট দেশে পৌঁছাবে। আজ বুধবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, সৌদি আরবের রিয়াদে একটি সোফা তৈরির কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জন বাংলাদেশির মধ্যে ৯ জনের মরদেহ আগামীকাল বাংলাদেশে পৌঁছাবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ৩৪০ ফ্লাইটে তাদের মরদেহ বিকেল ৪টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে মরদেহ গ্রহণ করবেন। গত ৯ আগস্ট সৌদি আরবের স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে রিয়াদের শিফা থানার মুসা সানাইয়া শিল্প এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ১৬ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে ১৩ জন নওগাঁর আত্রাই উপজেলার, দু-জন নাটোরের নলডাঙ্গার এবং একজন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই মন্ত্রিসভায় পে-স্কেল, জানা গেল গেজেট জারির সময়

নবম জাতীয় পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। সব জটিলতা দ্রুত নিষ্পত্তি করে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গেজেট জারি করতে চায় সরকার। এ লক্ষ্যে সেপ্টেম্বরের শুরুতেই পে-স্কেলের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় তোলার প্রস্তুতি চলছে। জানা গেছে, বেতন বৃদ্ধির হার, বিভিন্ন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা, জুডিসিয়াল সার্ভিসের বেতন কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় এবং সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর প্রস্তাবটি আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের জন্য পাঠানো হবে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষ হলে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে গেজেট প্রকাশের লক্ষ্য রয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, অক্টোবর থেকে সরকারি চাকরিজীবীরা নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পেতে পারেন। তবে নতুন পে-স্কেল কার্যকর ধরা হবে চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে। ফলে জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর-এই তিন মাসের বেতন নতুন কাঠামো অনুযায়ী পুনর্নির্ধারণ করা হবে। ওই সময়ের বকেয়া অর্থ পরবর্তী সময়ে সমন্বয় করা হতে পারে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

CIA CHIEF MET RUSSIAN INTELLIGENCE SERVICES BUT NOT PUTIN: KREMLIN

The head of the US Central Intelligence Agency (CIA) John Ratcliffe has met Russia's intelligence services during his visit to Moscow, the Kremlin has said. Ratcliffe travelled to the Russian capital on Tuesday in a rare and unannounced visit. "There were contacts with the intelligence services," Vladimir Putin's press secretary, Dmitry Peskov, told reporters."There were no meetings with the president of Russia. That's all I can say on the subject. Naturally, President Putin is briefed immediately about everything," he added. Peskov made the comments in response to a question at his daily press briefing from a reporter at the Russian newspaper Rossiyskaya Gazeta, who asked if Vladimir Putin was informed about the CIA chief meetings and "at what level" they were held.

(BBC News Web Page: 26/08/26, FARUK)

EX-HEAD OF RWANDA'S PRESIDENTIAL GUARD DIES IN JAIL

Former head of Rwanda's presidential guard Tom Byabagamba, 59, who once served as President Paul Kagame's personal bodyguard, has died in jail. He was arrested in 2014 along with his brother-in-law Frank Rusagara, a retired brigadier-general, for "spreading rumours" and "tarnishing the image of the country and government". Right groups expressed concern over their cases, framing them as a part of a pattern of government repression. Throughout his trial, Col Byabagamba denied the allegations against him, saying they were fabricated. (BBC News Web Page: 26/08/26, FARUK)

AIRPORT WORKER DIES OF MALARIA AFTER 'MOSQUITO ARRIVES ON PLANE'

A Frankfurt Airport worker has died of malaria after a rare outbreak led to six employees contracting the serious infection spread by mosquitoes. It is believed the mosquitoes arrived at Germany's busiest airport on a plane, according to German public health officials. The remaining five infected individuals are receiving medical treatment, a spokesperson for airport operator Fraport said. Traps have been installed at the airport and mosquitoes captured will be analysed in a laboratory to determine their species and origin. "Sadly, we must confirm that one employee has died as a result of the infection," the Fraport spokesperson told the BBC. (BBC News Web Page: 26/08/26, FARUK)

EIGHTEEN DEAD AS FLASH FLOOD HITS NEPAL-TIBET BORDER

At least 18 people have been killed and nearly 400 others are unaccounted for after a flash flood and mudslide along the Nepal-Tibet border washed away villages and damaged roads and infrastructure. The flood hit early on Wednesday in Rasuwa, just north of Nepal's capital Kathmandu, with preliminary information suggesting it was caused by an earthquake triggering an avalanche with melted snow pouring into the Bhote Koshi river. Search operations are under way on both sides of the border and 88 people have been rescued so far, according to the Nepalese army. The Nepal tourism board said work was under way to establish the whereabouts of 291 tourists and 93 Nepalese nationals, including guides, who were known to be in the area where the flood hit they include 12 travellers from the UK as well as Americans, Malaysians, South African and Indians.
(BBC News Web Page: 26/08/26, FARUK)

AT LEAST 14 BABIES DIE IN PAKISTAN HOSPITAL FIRE

At least 14 newborn babies have died in a fire on a hospital ward in Pakistan's capital Islamabad. The fire broke out on the third floor of the mother and child unit of the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) hospital, one of the main state-run hospitals in the city, on Wednesday morning. An air conditioning unit caught fire, a spokesman for the hospital told the BBC. There were 15 babies in the ward when the fire broke out, a hospital spokesman said. One baby was rescued. The babies in the ward were either in incubators or hooked on oxygen equipment, Pakistan's Health Minister Mustafa Kamal told Geo News. Oxygen is not flammable on its own, but it can accelerate a fire, making materials burn hotter and faster. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has suspended Federal Secretary of Health Aslam Ghauri, a top official in the health department, removing him from his post. (BBC News Web Page: 26/08/26, FARUK)

ISRAEL'S SEIZURE OF UNRWA TRAINING COLLEGE IN EAST JERUSALEM CONDEMNED

Israeli security forces have seized and closed a training college run by the UN agency for Palestinian refugees (Unrwa), the last of its facilities that was still operating in occupied East Jerusalem. UN Secretary General Antonio Guterres has condemned the incursion of the Qalandia Training Centre, the latest move to threaten Unrwa after Israel passed laws against it. His spokesman, Stephane Dujarric, said that under international law, all UN premises "are inviolable and immune from any form of interference." Israel's far-right National Security Minister, Itamar Ben-Gvir, joined the large raid on Tuesday and released a video of himself in the chair of the director of the Unrwa institute. (BBC News Web Page: 26/08/26, FARUK)

:: THE END ::